চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ

আঘরতারা বিশ্লেষণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

রাঙ্গামাটি

চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আঘরতারা বিশ্লেষণ

প্রকাশনায় | গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি।

সম্পাদক | সুগত চাকমা
পরিচালক (ভাঃ)
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি।

সহযোগী সম্পাদক | রুনেল চাকমা
সহকারী পরিচালক
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি।

শুভ্র জ্যোতি চাকমা
রিসার্চ অফিসার
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি।

প্রকাশকাল | ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

মুদ্রণে | সীবলী অফসেট প্রেস
কাঁঠালতলী, রাঙ্গামাটি।

Chakmader Prachin Dhormo Grontho Aghortara Bishleshon (Analysis of the Chakma's ancient relegious book 'Aghortara') Published by Research and publication wing of Trabal Cultural Institute (T.C.I.), Rangamati. Tk. 100. (One Hundred) only.

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমাদের নাম অন্যতম। চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম 'আঘরতারা"। অতীতে লুরি বা রুরি নামক এক শ্রেণীর বৌদ্ধ পুরোহিত তালপাতার উপর চাকমা বর্ণে পালি ভাষায় বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করে সেগুলি দিয়ে যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্মীয় চর্চা ও কার্যাদি সম্পাদন করে আসছিলেন। তবে বর্তমানে চাকমাদের মধ্যে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটায় লুরিরা চাকমা সমাজে লুপ্ত প্রায় অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছেন। এখন কদাচিৎ চেঙ্গী ও মায়নী নদীর উপরাংশে দুর্গম কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কখনও কখনও দু' একজন লুরির সাক্ষাৎ মিলে। বলা বাহুল্য লুরিদের সাথে সাথে তাঁদের ব্যবহৃত আঘরতারা সমূহও এখন লুপ্ত হতে চলেছে। তাই এখনই এ বিষয়ে গবেষণা করার উদ্যোগ না নিলে এ অমূল্য সম্পদ হয়তো কালের অতল গর্ভে হারিয়ে যাবে। এ বিষয়টি উপলব্দি করেই আঘরতারা সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য এ প্রাথমিক উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

আঘরতারা গ্রন্থে চাকমা বর্ণে যে ভাষা লিখিত হয়েছে তা পালি হলেও তাতে কোথাও কোথাও দু'চারটি চাকমা কথা যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। অতীতে অনুলিপি করণের সময় চাকমা লুরিরা অথবা লিপিকারেরা হয়তো কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে কোন কোন স্থলে ঐ সকল চাকমা কথা ব্যবহারকালীন সময়ে প্রয়োজন পড়বে মনে করায় তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য গুরুশিষ্য পরম্পরা ঐ সকল আঘরতারা অনুলিপি করার ফলে তাতে বানান বিকৃতি, শব্দচ্যুতি, অন্য ভাষা থেকে শব্দের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি ঘটায় মূল ধর্মীয় সূত্রগুলির লিপিবদ্ধ করণে বিকৃতি ঘটেছে। এতে এগুলির পাঠোদ্ধার করা দূরূহ হয়েছে। ফলে পূর্বে 'তারা' গুলির বর্ণান্তকরণ ও পাঠোদ্ধার করার কাজে দু'চার জন মাত্র এগিয়ে এসেছেন। যে দু' চার জন কৌতূহল বসে সে কাজে হাত দিয়েছিলেন তারাও শেষ পর্যন্ত ঐ দূরূহ কাজে ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। এ কারণে এ যাবত কাল পর্যন্ত এ বিষয়ে চাকমাদের আঘরতারা সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি তেমন অগ্রসর হতে

পারেনি। সে দিক থেকে এ উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর আলোকপাত করবে। এতে কেবল চাকমাদের অতীতের ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানাদিই কেবল জানা যাবে না প্রকৃত পক্ষে এর ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের অতীত ইতিহাস সম্পর্কেও হয়তো কোন নতুন তথ্য কোন সময় আবিষ্কৃত হতে পারে। এমনকি চাকমাদের অতীত ইতিহাস জানার জন্যও হয়তো এতে কোন নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের জানা মতে ১৯০৯ সালেই প্রথম সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর লিখিত 'চাকমা জাতি' গ্রন্থে চাকমাদের প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্রের নাম বাংলা বর্ণে লিখেছিলেন- "আগরতারা"। তিনি এ সম্পর্কে বলেন- "আগর"- পূর্বের, 'তারা'- শাস্ত্র, সুতরাং 'আগরতারা শব্দের অর্থ 'পৌরাণিক শাস্ত্র'।----- কেহ কেহ 'আঘর'- অক্ষর, 'তারা'-আঁটি, অক্ষরের আঁটি অর্থাৎ গ্রন্থ অর্থও করেন। সে যাহা হউক বাবু ত্রিলোচন দেওয়ানের ঐকান্তিক অনুরোধে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধর্মাবংশ ভিক্ষু মহোদয় কিছুকাল একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি হইতে ইহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মূখপত্র "বৌদ্ধবন্ধু" ও "বৌদ্ধ পত্রিকায়" প্রকাশ করিতেছিলেন, পত্রদ্বয়ের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বোধহয় ইতি করিয়াছেন।" (১৯০৯ : ১৮৭)। সতীশ চন্দ্র ঘোষ আঘরতারাতে "তারা" সমূহের সংখ্যা ১৭টি বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৬২ সালে নোয়ারাম চাকমা তাঁর লিখিত 'পার্বত্য রাজলহরী' গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীতে শ্রী ঘোষকে অনুসরণ করেই হয়তো চাকমাদের ধর্মীয় শাস্ত্রের নাম ও অর্থ লিখেছিলেন, "আগরতারা-চাকমা জাতির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ"।

অতঃপর ১৯৬৯ সালে বিরাজ মোহন দেওয়ানও তাঁর লিখিত 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থেও তাই লিখেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে "স্বর্গীয় বিমলানন্দ ভিক্ষু ইহার বিশুদ্ধ পালি ও বাঙ্গালা অনুবাদ করার চেষ্টা করেন এবং ঐ বিষয়ে তিনি কিছু অগ্রসরও হন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যু হওয়ায় ঐ অসম্পর্ণ কাজ আর অগ্রসর হয় নাই" বলে লিখেছেন, (১৯৬৯:১৯৭)। তৎপরে বর্তমান চাকমা রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবিরের এ বিষয়ে কিছু উদ্যোগের কথাও তিনি লিখেছেন। মিঃ দেওয়ান আঘরতারা আটাশটি

অংশে বিভক্ত বলে লিখেছেন। পাঠকদের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁর গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যদিও তান্ত্রিক শাস্ত্র'কে আঘরতারার অর্ন্তভুক্ত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির প্রাক্তন পরিচালক স্বর্গীয় অশোক কুমার দেওয়ান তাঁর চাকুরীজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর 'চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার' নামক একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর পরলোকগমণের পরে ঐ গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি চাকমাদের 'আঘরতারা' সম্পর্কে লিখেন- "আঘরতারা শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ তর্কাতীতভাবে এখনও নির্ণীত হয়নি। সতীশ চন্দ্র ঘোষ এবং অপর কেউ কেউ এদের অর্থ করেছেন আগের শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাচীন শাস্ত্র। আমার মনে হয়, সতীশ চন্দ্র ঘোষের অর্থ ব্যাখ্যা ঠিক হয়। শব্দ দু'টির অর্থ করা যেতে পারে- আখর সূত্র বা অক্ষরবদ্ধ সূত্র অর্থাৎ লিখিত সূত্র। চাকমা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রানুযায়ী আখর শব্দের উচ্চারণ যথার্থ হয় 'আঘর' (সতীশ চন্দ্র ঘোষের বানান অনুযায়ী আগর নয়)। গেংকুলীগণের গীতেও- 'লেখা পড়ি আঘরে' ইত্যাদি শব্দের আবৃত্তি শোনা যায়। 'তারা' শব্দটি নিঃসন্দেহে সূত্র বা স্তোত্র। আঘরতারার অন্তর্গত বিভিন্ন 'তারা' আসলেই বিভিন্ন 'পালিসূত্র'। (চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার, ২য় খণ্ড, ঢাকা : সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজেস, ১৯৯৩:৯৯) আমরা আমাদের গবেষণায় 'আঘরতারা' নামটি ব্যবহারে স্বর্গীয় অশোক কুমার দেওয়ানকে অনুসরণ করেছি এবং প্রাপ্ত ফলাফলে তাঁর ধারণারই সমর্থন লক্ষ্য করেছি। অতএব 'তারা' শব্দের চাকমা অর্থ 'আঁটি' (bundle) হওয়ায় চাকমা ভাষায় 'আঘরতারা' শব্দদ্বয়ের সাধারণ আক্ষরিক অনুবাদ দাঁড়ায় 'অক্ষরের আঁটি' (bundle of words)। তবে এক্ষেত্রে এর মূল অর্থ শ্রী দেওয়ান কর্তৃক প্রদত্ত 'অক্ষরবদ্ধ সূত্র' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্মী ভাষায়ও ----- (taya:) শব্দের অর্থ ধর্ম (the Dharma) the Law (William S. Cornyn & John K. Musgrave সম্পাদিত Burmese Glossary, New York: American Council of Learned Societies, 1958 : 57)

আমরা আমাদের গবেষণাকালে চাকমা বর্ণে লিখিত যে সকল 'আঘরতারা'র পাণ্ডুলিপি পেয়েছি তাঁর মধ্যে বাবুরা গোষ্ঠীর লক্‌খি ধনের পুত্র শিয়াল্যা কর্তৃক দু-শ-উনত্রিশ বৈশাক ব্রেসুত বার ত্রিশ মুগি (১২৩০ মঘী/১৮৬৮ খ্রিঃ) সালে ২৯ বৈশাখে বৃহস্পতিবারে লিখিত 'সাঙেচ ফুলু তারাটি বেশ উল্লেখযোগ্য। এটি তালপাতার উপর চাকমা বর্ণে সুন্দর চাকমা হস্তাক্ষরে লিখিত। আঘরতারা বিষয়ে এবং লুরিদের আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলাস্থিত ছোট মেরুং -এর অনতিদূরস্থ চঙরাছড়ি গ্রামের প্রধান ফুলচান কার্বারী। ১৯৬৪ সালে তিনি এ বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ বিষয়ে একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। ১৯৮১ সালে এ বিষয়ে তাঁর সাথে এ গ্রন্থের সম্পাদকের আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। এখন তিনি লোকান্তরিত। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে এতদস্থলে তাঁর কর্ম ও অবদানকে স্মরণ করছি। সেই সাথে আমরা রাঙ্গামাটি শহরের অনতিদূরস্থ কাঁটাছড়ি গ্রামের প্রধান ভাগ্যমনি কার্বারীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ গবেষণায় তাঁর অনুলিপিকৃত ২টি পাণ্ডুলিপি থেকেও আমরা তথ্য ব্যবহার করেছি।

আমরা এ গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সদয় অনুমোদন দানের জন্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ানকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং যাঁরা কোন না কোন ভাবে আমাদেরকে তথ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে সাহার্য করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ বিষয়ে গবেষক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে আমাদের এ উদ্যোগ সফল হবে।

সুগত চাকমা
রুনেল চাকমা
শুভ্র জ্যোতি চাকমা

সূচিপত্র

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম, বিভিন্ন মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং চাকমা সমাজের অধুনা লুপ্তপ্রায় বিশেষ বৌদ্ধ সম্প্রদায় লুরি এবং চাকমাবর্ণে লিখিত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ- আঘরতারা

সুগত চাকমা

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

১.০ পৃথিবীতে যে কয়টি প্রধান ধর্ম রয়েছে তার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মালম্বীদের একটি বৃহদাংশ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করে। তারা মূলত বিভিন্ন উপজাতির লোক। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা হলো যথাক্রমে- ১. চাকমা ২,৩৯,৪১৭ জন ২. মারমা ১,৪২,৩৩৪ জন ৩. ম্রো ২২,০০১ জন (তাদের অনেকে মুরং নামেও পরিচিত এবং কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মালম্বী এবং কেউ কেউ ক্রামা ধর্মাবলম্বী), ৪. তঞ্চঙ্গ্যা ১৯,২১১ জন (অনেকে তাদের নামের বানান লিখেন তন্‌চংগ্যা) এবং ৫. চাক ২০০০ জন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা দুটিতে বৌদ্ধধর্মালম্বী বড়ুয়া সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। তারা রাউজান, রাঙ্গুনীয়া, মীরসরাই, চক্রশালা, চকোরিয়া, রামু, উখিয়া প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে। কক্সবাজার জেলায় বৌদ্ধধর্মালম্বী রাখাইন জনগোষ্ঠীর লোকেরা বাস করে। তাদের কেউ কেউ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায়ও বাস করে। তাই বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রধান প্রধান জনগোষ্ঠী হিসেবে চাকমা, মারমা, বড়ুয়া, তঞ্চঙ্গ্যা এবং রাখাইনদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, চাক উপজাতীয় লোকেরাও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

১.১ আমরা বাংলাদেশের যে সকল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কথা বলছি তারা ইতিহাসের কোন পর্যায়ে, কবে থেকে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করছিলেন সে বিষয়ে এখনও আমাদের তেমন বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে চাকমাদের সম্পর্কে বিশিষ্ট পণ্ডিত Dr. Heinz Bechart মনে করেন- There can be no doubt that the Chakmas have been Buddhist since

long. This is well attested by two historical works of Tibetan literature. viz. by, "Taranatha's" History of Buddhism in India" and by Sumpa-mkhan-po's works.(১) তিব্বতী বৌদ্ধভিক্ষু লামা তারানাথ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একটি গ্রন্থে বাংলাদেশ, বিহার, ত্রিপুরা আরাকান, মায়ানমার (বার্মা) ইত্যাদি দেশের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তার অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এতদঞ্চল সম্পর্কে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা হলো-

"Eastern India consists of three parts. Of these, *Bhamgala and Odivisa belong to Aparantaka and are hence called the eastern Aparantaka. *Tripura, *Hasama are called, *Girivarta, is surrounded by mountains, Proceeding further east from this region (one reaches) *Nam-ga-ta on the slopes of the northern mountain broading on the sea are *Pukan, *Balaku etc.- the country of the *Rak-han and *Hamsavati, *Marko etc., the country of Munan-s. Further Ca-ga-ma (Tsakma), Kamboja etc. All are called collectively *Ko-ki lands."(২)

উল্লেখ্য যে Dr. Heinz Bechart উপরোক্ত Ca-ga-ma (Tsakma) নামটির বানান Chagma লিখেছেন এবং তিনি এটি চাকমা নামের সাথে অভিন্ন মনে করেন।" (৩)

---

১. *Dr. Hein: Bechart, 1967-68, Contemporay Buddlism in Bengal and Tripura. Educational Miscellany. Vol-IV, Nos. 3&4, Dec. 1967 & March 1968.*

২. *Chimpa Lama and Alaka Chattopaddhya. tr.*
Taranatha's History of Buddhism in India.
Calcutta : K.P. Bagchi and Co. 1980:330

৩. *Dr. H. Bechart, Ibid, P. 10*

১.২ লামা তারনাথ আরো বলেন যে, "From Asoka (272-232 BC) Samghas were established in these * Koki countries. Later on, these gradually grew large in number. Before the time of Vasubandu these were only of the Sravakas. Some of these disciples of Vasubandhu propagated the Mahayana (in these places). For some time the country of this tradition just survived. However, the time of king Dharmapala, there were in maddhyadesa many students from these places. Their number went on increase so that during the time of the four *senas about half of the monks of *Magadha were from *Koki. Thus in these countries the Mahayana was widely spread and the difference between the Hinayana and Mahayana disappeared as it had happened in the kingdom of Tibet. From the time of *Abhayakara, the influence of the Mantarayana went on increasing. A most of the scholars of the maddhyadesa went to these countries after the invention of Magadha by * Turuskas, the Law extensively spread there. His (Balasundra's) sons * Chandravahana now resides in Ra-khain, * Atitavahana rules Ca-ga-ma, * Balavahana rules Munan and Sundra-ha-ci rules * Nan-ga-ta, (In these countries) the law remains extensively spread till now according to other tradition[৪]

উল্লেখ্য যে, A short history of Muslim rule in India (Allahabad 1970). গ্রন্থের লেখক ঈশ্বর প্রসাদ তুর্কীদের কর্তৃক মগধ জয়ের ঘটনাটি ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দের দিকের ঘটনা বলে মনে করেন। এই থেকে

৪. *Lama & Chattopaddhyaya, Ibid. 1980:330*

এতদঞ্চলে দ্বাদশ শতাব্দীকালীন যে সকল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজন্যবৃন্দের নাম পাওয়া যাচ্ছে তাতে অবগত হওয়া যাচ্ছে যে, ঐ সময় রাজা অতীত বাহন চাকমারাজ্য শাসন করতেন এবং ঐ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল।

১.৩ প্রকৃতপক্ষে পাল রাজাগণের শাসনামলে ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ চারশ বছর ধরে বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম অধিকাংশ সময় জুড়ে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিল। বিশেষত পাল সম্রাট ধর্মপাল (অনুঃ ৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দ) এবং দেবপাল (অনু ঃ ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মপালের সময় মগধের বিখ্যাত বিক্রমশালী মহাবিহার এবং বাংলাদেশের পাহাড়পুরস্থ সোমপুরি মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎপূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষ শীলভদ্র খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আবার ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও তাঁর সময়ে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১.৪ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন গবেষকের কাছ থেকে এ যাবত যতটুকু জানতে পেরেছি তা হলো- ৫০৬-৫০৭ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এ সময় কুমিল্লা অঞ্চলে রাজবিহার নামে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল[৫]। এতদঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে খড়গ বংশ, দেববংশ প্রমূখ রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে পট্টিকেরা নামে একটি রাজ্য ছিল। বর্মী ইতিহাস Hmenan Razawang- এর মতে বর্মী সম্রাট অনোয়ারাথা (১০৪৪-১০৭৭ খ্রিঃ) -এর রাজ্যের পশ্চিম সীমা 'কোলারাজ্য' পর্যন্ত অবস্থিত ছিল বলে দাবি করা হয়।[৬]

১.৫ বর্মী সম্রাট আনোয়ারাথা (১০৪৪-৭৭ খ্রিঃ)- এর রাজ্যের সীমা এক সময় পশ্চিম দিকে আরাকান পেরিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে বিস্তৃত হয়েছিল এতে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে S.N.H Rizvi কর্তৃক

---

৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ১৩৫২ বাংলা। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। পরিবর্ধিত ও মার্জিত ৭ম সং। পৃ ২০৯। কলিকাতা : বাণী মুদ্রণ।

৬. নাজিমদ্দীন আহমেদ, ১৯৬৬।

সম্পাদিত Bangladesh District Gazetteer: Chittagong -এর ৩০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কথাগুলি পাওয়া যায়-

"Anwahrahta (1044-77 A. D.), a king of Burma visited Chittagong and planted magical images of men there. King Alungsithu (1112-67 A.D.) of Burma, a powerful monarch visited Chittagong where he found the images set up by Anawarahta (Harvey's history of Burma, p.30)" ১৯২৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানাস্থ ঝিউরি গ্রামে মাটি খননের সময় বেশ কিছু বুদ্ধমূর্তিসহ বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্তিও আবিস্কৃত হয়। যেগুলির মধ্যে বর্মী শিল্প বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্রোঞ্জমূর্তিও রয়েছে[৭]। চট্টগ্রাম পর্যন্ত আনোয়ারাথার রাজ্য বিস্তারের সাথে হয়তো ঐ সকল বর্মী মূর্তিগুলির কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল কিনা গবেষণার বিষয়।

আনোয়ারাথার সময় মায়ানমারে (বার্মায়) হীনযানপন্থী বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। তিনি মায়ানমার (বার্মা) থেকে 'আরি' নামক এক শ্রেণীর পুরোহিতদেরকে বিতাড়িত করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে Prof D.G.E. Hall লিখেছেন "Tradition asserts that he (Anawrahta) took a monk Shin Arahan into his service and charged himself with the task of convertion the Burmese to Hinayana Buddhism. This entailed a struggle with a priesthood known as the Ari who dominated upper Burma. They were Mahayanist and practiced Tantric and other erotic rites. To obtain copies of the pali canon, the Tripitaka for the proper instruction of the people, he conquered Thaton, which composed thirty complete sets deported to Pagan"[৮]

অবশ্য আনোয়ারাথার পরবর্তী সম্রাট ক্যাইনজিথার সময়ই সত্যিকারভাবে হীনযানপন্থী বৌদ্ধধর্ম মায়ানমারে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ সম্পর্কে প্রফেসর হল লিখেছেন-

---

৭. *ভিক্ষু সুনীথানন্দ : বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভাস্কর্য (খ্রিস্টীয় ৪র্থ হতে ১২শ শতক)। ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৯: ১৫৬-১৫৭।*

৮. *D.G.E Hall: A History of South East Asia (1st ed. 1966), 4th ed. reprint in Hongkong in 1985, PP 158-159.*

Kyanazitthe raised the Burmese kingship to a higher level celebrating a splendid coronation in 1086 .... with him Pugan's great age of temple building began. All his temples are Mon in style. The lovely Ananda temple was his master piece"[৯]

বলাবাহুল্য, খ্যাতিসম্পন্ন হীনযানপন্থী বৌদ্ধভিক্ষু শিন আরাহানের প্রতি ক্যাইনজিত্থার খুবই শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলে জানা যায়। একাদশ শতাব্দীতে মায়ানমারে হীনযানপন্থী বৌদ্ধধর্মের এই সুদৃঢ় অবস্থান অর্জন পরবর্তীকালে তৎপার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশসমূহের বৌদ্ধ জনসাধারণের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

১.৬ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহারাজ বন্যগুপ্তের (আনু ৪৯৫-৫০৯ খ্রিঃ) শাসনাধীনে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ বা সমতটে প্রথম স্বাধীন রাজ্যের পত্তন ঘটে (ভিক্ষু সুনীথানন্দ ১৯৯৯:২১)। তাঁর সময়ে সমতটে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। "মহারাজ বন্যগুপ্ত তারই সামন্তরাজা রুদ্রদত্তের অনুরোধে সেটি ৫০৭-৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মহাযানপন্থী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্রদত্ত আর্য অবলোকিতেশ্বরের নামে যে আশ্রম বিহার নির্মাণ করেন তাঁর সংরক্ষণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল" (ভিক্ষু সুনীথানন্দ ১৯৯৯:২১)।

৬ষ্ঠ (?) থেকে ৭ম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে অবস্থিত পণ্ডিত বিহার খ্যাতিলাভ করেছিল (Bangladesh District Gazetteer, Chittagong p.60). ঐ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। উল্লেখ্য যে, ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতীয় রাজা Thi-Sron Detsan-এর আমলে তিব্বতে Sam-yas- এ প্রথম বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতীয় রাজার আমলে সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার লামাদের মধ্যে প্রচলিত বৌদ্ধমতবাদের বিপ্লব সাধন করেন

---

৯. *D.G.E. Hall, Ibid. P 158*

(L.A.Waddel 1967:35)। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্ম থেকে উদ্ভুত কালচক্রযান, তন্ত্রযান, বজ্রযান ইত্যাদি বিভিন্ন মত বিশিষ্ট বিভিন্ন শাখা তিব্বত থেকে শুরু করে নেপাল, আসাম পেরিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বত থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বেশ কিছু চর্যাপদ-এ হাড়িপা, কাহ্নপা প্রমুখ যে সকল সিদ্ধাদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা এতদঞ্চলের সাথে পরিচিত ছিলেন বলে তাদের রচিত পদগুলি থেকে মনে হয়। উল্লেখ্য যে, তন্ত্রযানের শুরু থেকেই তার সাথে হিন্দুদের যোগাচার মিশে গিয়েছিল। বজ্রযানেও হিন্দুদের নানা দেবতার মত নানা বৌদ্ধ দেবতার সাথে নতুন কয়েকজন দেবীরও আবির্ভাব ঘটেছিল। বিশেষত এ প্রসঙ্গে 'তারা' নামক কয়েক জন বৌদ্ধদেবীর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময় বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ তার মূল নীতি, দর্শন ও শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্তসার শূন্য হয়ে পড়ে এবং কেবল আচার-অনুষ্ঠানাদিতে নির্ভরশীল হয়ে এতদঞ্চলে পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে কুমিল্লা অঞ্চলের লালমাই-ময়নামতী পাহাড় অঞ্চল থেকে কখন যে বিদায় নিয়েছিল সে ইতিহাস এখনও অন্ধকারের গভীরে রয়ে গেছে। "১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সকল প্রাচীন নিদর্শন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আবিস্কৃত হয় (ডঃ নাজিমুদ্দিন আহমেদ, ২য় সং ১৯৭৯, পৃ:৪৯)। শুধু তাই নয়, "অতি সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিস্থ ভোজপুর বিহার খননের সময় ৫৪ ইঞ্চি উঁচু ও ৪৮ ইঞ্চি প্রস্থ্ ব্রোঞ্জ নির্মিত আদিবুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের একটি বৃহৎ মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। "(ভিক্ষু সুনীথানন্দ ১৯৯৯:৯৯)। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে পরিপূর্ণ গবেষণার পর আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে আপাতত অপেক্ষা করতে হবে।

১.৭ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে অবস্থানরত নৈকট্যের কারণে মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলের সুদূর অতীত থেকেই ধর্ম, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে যোগসূত্র ছিল। আরাকানের স্বাধীন রাজা সুলতইং চন্দ্র ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন। তাঁর ঐ বিজয় অভিযানের সময় চট্টগ্রামে বর্মী ভাষায় 'চৈ-তে-গং' শব্দযুক্ত একটি শিলা স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেটি চট্টগ্রামের কুমিরাস্থ কাউনিয়া ছড়ার তীরে

পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা যায় (Chittagong District Gazetter 1975:1) আপাত দৃষ্টিতে ঐ 'চৈ-তে-গং' লেখা থেকে. চট্টগ্রামের নামকরণ হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। একাদশ শতাব্দীতে বর্মী সম্রাট আনোয়ারাথা (১০৪৪-১০৭৭ খ্রিঃ) এবং ক্যাইনজিথা -এর সময় আরাকান বর্মী সম্রাটের অধীনে ছিল। ঐ সময় আরাকানের মধ্যে দিয়ে বর্মীদের প্রভাব চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে (কুমিল্লা অঞ্চলের), লালমাই-ময়নামতির পট্টিকেরা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। বর্মী সম্রাট ক্যাইনজিথার অধীনস্থ লেত্যা মেংনান নামে পরিচিত আরাকান রাজ ১১০২ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কেন্দ্র গয়াস্থিত বোধিগয়া মন্দিরের সংস্কার সাধনে অবদান রেখেছিলেন। জনাব এ.কে শামসুল আলম (১৯৮২) লিখেছেন যে, "হারিকেল দেব রণবঙ্গ মল্লদেবের শ্রী ধাদিয়েবা (Sri-Dhadi-eba) নামক জনৈক উচচ পদস্থ বর্মী কর্মকর্তা পট্টিকেরা নামক শহরে (ময়নামতিতে?) ১২২০ খ্রিস্টাব্দে একটি বৌদ্ধ বিহারকে ভূমি দান করেন"। (A.K.M Shamsul Alam 1982, Mainamati, 1976, 2nd ed.) পঞ্চদশ শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীর ভাগে অবস্থিত চক্রশালায় আরাকানী সামন্তরা রাজত্ব করছিলেন বলে চট্টগ্রামের গেজেটিয়ারে নিম্নলিখিত লাইনগুলি থেকে জানা যায়,-"Bhabaninath of Chakrashala mentions in his book Ramchader Abhishek about king Jaychandra of Chkrashala. Jay Chandra was a Magh Chieftain at Chakrashala under the Arakan king during the period 1482-1531. His domain probably consisted of the area between the rivers Karnafuly and Sangu. According to Portuguese accounts of these period, the king of Chittagong was called Lord of Dianga, Saquecala (Chakrashala) and Ramu (of modern Cox's bazar District). Saquacala seems to be the Portuguese version of Chakrashala. Jay Chandra was a Buddhist King (S.N.H. Rizvi 1970. p-64 -East Pakistan district Gazetteer, Chittagong 1970 p-64, Dacca: East Pakistan Govt. press). প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

চাকমা সমাজের অধুনা লুপ্তপ্রায় বিশেষ ধরণের বৌদ্ধ সম্প্রদায় লুরিরা তাদের কিংবদন্তীতে 'ফুরাচ্যোং বুদ্ধ' নামে যাঁকে উল্লেখ করেন (ফুলচান কার্বারী ১৯৮০ প-২৩), সম্ভবত চক্রশালাতেই প্রতিষ্ঠিত ফরাচেং নামক বুদ্ধমূর্তিটি, যার সম্পর্কে L.S.S. O'Mally লিখেছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, ষোড়শ শতকেও "The Shrine of Pharachin at Chakrashala has special sancity, because it is believed that Buddha left his foot print there, "East Bengal District Gazetteer. Chittagong: 1908, P-71). কক্সবাজারস্থ রামু ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে আরাকানীদের নির্মিত বৌদ্ধমন্দির ছিল। এ সম্পর্কে S.N.H. Rizvi লিখেছেন "The kings of Arakan firmly established their authority in Chittagong during the greater part of sixteenth century. According to an inscription in a silver plate found in a Buddhist Keyang in Chittagong. The Keyang (Buddhist temple) was built in 1542 A.D by Chandilah Raja, who was probably Arakanese Governor for Chittagong (JASBIP, p-33),

১.৮ ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যাং (বৌদ্ধমন্দির) নির্মাণকারী উক্ত চান্দিলাহ্ রাজা আসলে কে? তিনি যদি অধীনস্থ কোন সামন্ত হয়ে থাকেন, তবে কার অধীনস্থ ছিলেন? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আসলেই এখনও আমরা জানিনা। আরাকানী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বর্মী সম্রাট তবেংশোয়েহ্থি যখন আরাকান আক্রমণ করেন তখন উত্তর দিক থেকে একজন চাকমা রাজা (আরাকানীদের ভাষায় সাকমাঙ) ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের অধীনস্থ প্যাঁওয়া ম্রো (কক্সবাজার জেলার রামু) দখল করেন (Sir A.P. Phayre, History of Burma, 1883, p-79) উল্লেখ্য যে, অদ্যাবধি কক্সবাজার শহরে যাওয়ার পথে রামু বাজারের সন্নিকটে 'চাকমার কূল' নামে একটি ইউনিয়ন চাকমাদের নামে রয়েছে।

আরাকানরাজ মংবাগ্রি পরবর্তীকালে চাকমাদের কাছ থেকে রামু পুনরুদ্ধার করে পুনরায় চট্টগ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে চাকমাদের একটি দল

সম্ভবত বরাবরই কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরস্থ পার্বত্য এলাকাগুলি তাদের দখলে তখনও রেখেছিল বলে মনে হয়। উল্লেখ্য যে, ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে Gastadi নামক জনৈক ইউরোপীয় Bengala নামক যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তাতে তিন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরের নাম Chadma (চাডমা) লিখেছেন (M.I. Choudhury, 1976. The Maps of Banglasesh during the Muslim Period. Journal of the Institute of Bangladesh Studies. Vol-I. Rajshahi University, Rajshahi)। ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থ 'শ্রী শ্রী রাজমালা'য় ঐ সময়কার মানচিত্র আঁকতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন সেনও (১৯৩১-৩৬ খ্রিঃ) কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী এলাকার নাম 'চাখমা' লিখেছেন। এমনকি ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে Rannell (র‍্যানেল) এতদঞ্চলের যে মানচিত্র আঁকেন তাতেও তিনি ঐ এলাকার নিকটস্থ শঙ্খনদীর তীরবর্তী সাতকানিয়া এলাকার নামটি Saccanya (সাককান্যা) লিখেছেন। উল্লেখ্য যে, বর্মী, রাখাইন ও মারমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা এবং চাক উভয় উপজাতীয় লোকদেরকে সাক (Sak) বা থেক (Thek) বলে। অদ্যাবধি চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে শাকপুরা নামে আরো একটি ঐ জাতীয় নামযুক্ত স্থান রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে চাকমাদের এক বা একাধিক দল ঐ সকল বা তৎ সন্নিকটস্থ এলাকায় বাস করতো বলে মনে হয়। অতীতে শঙ্খ নদীর তীরবর্তী এলাকা চাকমাদের কাছে 'হাঙরকূল' নামেই পরিচিত ছিল। অদ্যাবদি শঙ্খনদীর দক্ষিণ তীরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় উত্তর হাঙ্গর (মৌজা নং-৩০৮) এবং দক্ষিণ হাঙ্গর (মৌজা নং-৩০৯) নামে দু'টি মৌজা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের অধীনস্থ চট্টগ্রামের গভর্নর, স্থল পথে আরাকানে প্রত্যাবর্তনের সময় চাকমারা বাধা দেয়। এতে তিনি নৌ পথে আরাকান যেতে বাধ্য হন (G.E. Harvey. Byinnaung's Living Descendants: The Magh Bohmoung. Journal of the Burma Research Society. Vol. LXIV, Part-4, 1961)। ঐ সময়কার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, আরাকান রাজা মাঙরাজাগ্রি (১৫৯৩-১৬১২-খ্রিস্টাব্দে) চাকমাদেরকে তাঁর বৈশত্যা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে বর্মী ও আরাকানী বাহিনী (একটি পর্তুগীজ নৌদল সহ) দক্ষিণ বার্মার

শক্তিশালী পেগুর রাজা নান্দাবায়েং (Nanda-baying)- কে আক্রমণ করে পেগু দখল করে। সেখানকার প্রজাদেরকে আরাকানে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে আরাকানের কয়েকটি স্থানে সহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোথাও কোথাও স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ঐ অভিযানের প্রধান হিসেবে আরাকানের চট্টগ্রামস্থ প্রধান বৌদ্ধভিক্ষু মহাপাঞ্‌এঞজা ছিলেন এবং চাকমা রাজা পেগু দখলের সময় শ্যাম (থাইল্যান্ড) থেকে আগত একটি সেনাদলকে পোখন-টং পাহাড়ের যুদ্ধে পরাজিত করেন। G.E. Harvey ১৯৬১)। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে এতদঞ্চলে সর্বত্রই আরাকানের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। এ বিষয়ে R.N.H. Rizvi লিখেছেন "For a short period the region of Razagri (1539-1612) the Arakan domain is said to have extended from Sunderbans to Moulemein." (1970:67)। আমরা J.J.A.Campos-এর নিম্নলিখিত লাইনগুলিতেও সে জাতীয় তথ্য পাই, "The king of Arakan owned these parts at this time and in the letters-pattent granted to the Portuguese fathers he styled himself the highest and the most powerful king of Arakan, of Tippera, of Chacomas (Chakmas) and of Bengal (specialy Chittagong and some other parts of Bengal); Lords of the kingdom of Pegu etc." (History of Portuguese in Bengal, XXVI. p-283, Calcutta Butterworth and co. 1919). ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে Phlip de Brito Nicote নামক জনৈক পর্তুগীজ নাবিককে প্রেরিত আরাকান রাজার একটি পত্র থেকে ঐ সময় Chacomas (চাকোমাস) -এর উপর তাঁর শাসন বলবৎ ছিল বলে জানা যায়।

১.৯ আমরা এ স্থলে আরাকানের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে পারি। আরাকানের প্রাচীন নাম 'দেঙ্যাওয়াদি' (অর্থাৎ ধন্যবতী)। তার রাজধানী ওয়েথালী অর্থাৎ বৈশালী। এর রাজাদের বংশ পরিচয়ে চন্দ্র শব্দের ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয় প্রাচীনকাল থেকেই আরাকানীরা ভারতবর্ষের সাথে বিশেষত: বাংলাদেশের সাথে পরিচিত ছিল। বিশেষ করে অতীতে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলাদেশ হয়ে আরাকানে বিস্তার লাভ

করেছিল। সুপ্রাচীন কাল পূর্বে আরাকানে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল যাকে 'মহামুনি' বলা হয়। এ সম্পর্কে Maurice Collis লিখেছেন, "The Mahamuni ......was still in its place.....It was a religious carving of far greater antiquity and fame than anything in Burma. The cult was centered upon it and it became the palladium of the country. The Pagan kings had as great as veneration for it and tried to take it to Burma. Failing in this, they made pilgrimages to its shrine. Arakan became the land of Great image. (The land of Great Image, p-108. New york: Alfred A Kroft). অতীত থেকেই আরাকানে সাইথং প্যাগোডা এবং উরিথং প্যাগোডা বিখ্যাত ছিল। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখ আরাকান রাজা থিরিথুধম্মা (শ্রী সুধর্ম) তাঁর অভিষেকের দিন সাইথং প্যাগোডায় শপথ গ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন বলে পর্তুগীজ ফাদার ম্যানরিকের বিবরণে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি থেকে জানা যায়। There the Shitthaung Hpongai, The head of the order would crown and bless him (Thirithudharma)' (Mourice Collis: 1943:108).

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে থিরিথুধম্মা (শ্রী সুধর্ম)-এর মৃত্যুর পরে ঙাতুখাইন নামে তাঁর একপুত্র তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চলে কাঁথায় যখন বসতি স্থাপন করেন তখন ঙাহ্লারুন নামে একজন বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষুও কিছুকাল পরে আরাকান থেকে সেখানে এসেছিলেন।

১.১০ ঐ সময় আরাকানের প্রধান বৌদ্ধমন্দিরে মুকুটখচিত বিশেষ ধরণের বুদ্ধমূর্তি (এ জাতীয় রাজকীয় অভিষেকের কাজে) ব্যবহৃত হতো। এ সম্পর্কে আরাকানী লেখক San Tha Aung লিখেছেন, "The crowned Buddha Image most probably came about because of the desire of Kings and commoners alike to worship the Buddha as the "King of kings" as has been explained in the Maha Parinirban Sutta" (The Buddhist Art of Ancicnt Arakan, p-61, Rangoon. Ministry of Education, Dept. of Higher Education). এ জাতীয়

মুকুটখচিত বুদ্ধমূর্তি প্রাচীনকাল থেকে বার্মায় শান রাজ্যগুলিতে এবং তৎপার্শ্বস্থ লাওস এবং থাইল্যাণ্ডে ছিল। (সেন থা অং ১৯৭৯:৬১)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরম (চিংম্রং) নামক স্থানে বৌদ্ধদের একটি তীর্থ স্থান আছে। এই তীর্থ স্থানের বৌদ্ধমন্দিরের যে বুদ্ধমূর্তিটি এখানকার বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার বিষয় সেটিও একটি মুকুট খচিত বুদ্ধমূর্তি। উল্লেখ্য যে, মারমা ভাষায় 'চিং' অর্থ হীরা এবং 'ম্রং' অর্থ খাল।

১.১১ সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাত্থুয়া বরুয়া নামে একজন চাকমা রাজা জনশ্রুতি মতে ধ্যান-যোগ ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এক সময় একটি ঘটনার ফলে তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল এবং রাণীর ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। ইসলামাবাদে (চট্টগ্রামে) প্রাপ্ত মোগলদের রেকর্ডপত্র থেকে তাঁর দুই পুত্র চন্দন খান (১৭১১: খ্রিস্টাব্দ) এবং রত্তন খান (১৭১২ খ্রিস্টাব্দ)-এর রাজধানী পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলেখ্যং-দং (আলিকদম) -এর 'তৈন' নামক স্থানে ছিল বলে জানা যায়।

১.১২ রাজা সাত্থুয়া বরুয়া সত্যিই যদি ধ্যান-যোগ ইত্যাদি করে থাকেন, তবে তিনি কোন মতাবলম্বী ছিলেন? আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চাকমা কবি শিবচরণ -এর রচিত "গোঝেন লামা"য় (১১৮৪ সন?/১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ) পাই-

"আরেয়া মিদিঙ্যা ফরা যার জনম,
আগে সালাম দ্যং তার চরণ॥
উজানি ছড়া লামনি ধার
ন এল সিরিত্তি জলতকার।
জল উবরে গোজ্যে থল
গোঝেনে বানেল জীবসগল॥"

এর অনুবাদ হলো-

আর্য মৈত্রেয় প্রভু যার জনম।
আগে সালাম দিই তার চরণ॥
উজান হতে স্রোত নিম্নে বহে যায়
ছিল না সৃষ্টি কোথাও শুধু জল উছলায়।

জলের উপর যবে হইল স্থল
গোঝেন সৃজিলেন তবে এই জীব সকল।

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, কবি শিবচরণের উপরোক্ত লাইনগুলিতে বর্ণিত 'গোঝেন' অনেকটা যেন মহাযানপন্থীদের আদিবুদ্ধের ধারণার সাথেই মিলে। শুধু তাই নয় শিবচরণ 'গোঝেন লামা' -এর শুরুতে ভবিষ্যত বুদ্ধ আর্যমিত্র বুদ্ধের বা মৈত্রেয় বুদ্ধের উদ্দেশ্যেও তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন।

১.১৩ আমরা বান্দরবানের বোমাং রাজপরিবারের বংশ তালিকা থেকে জানতে পারি যে, অতীতে বোমাং রাজপরিবারের লোকেরা মায়ানমারের দক্ষিণাংশে পেগুতে রাজত্ব করেছিলেন। সেখান থেকে আরাকানরাজা মাঙরাজাগ্রির সৈন্যরা তাঁদেরকে এবং তাঁদের বহু প্রজাকে ১৫৯৯-১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানে নিয়ে এসেছিল। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে (?) পেগুর উক্ত রাজবংশের রাজপুত্র মেঙসপিউকে আরাকানের অধীনস্থ তৎকালীন চট্টগ্রামের গভর্ণর করা হয়েছিল। এর দেড় শতাব্দী পরে বোমাং রাজপরিবারের বান্দরবানের প্রথম বোমাং কংহ্লাপ্রু যখন বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সুয়ালক (Sualak) নদী তীরে বাস করছিলেন তখন এতদঞ্চলের প্রথম ইংরেজ ভ্রমণকারী ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তাঁর বাড়ির নিকটস্থ বৌদ্ধমন্দিরে গিয়েছিলেন এবং ঐ মন্দির (ক্যাং)-এর প্রধান বৌদ্ধভিক্ষু (ফুংগ্রী)-এর সাথে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঐ সময় তিনি সে বিষয়ে যা জানতে পেরেছিলেন তাঁর লেখা থেকে নিম্নে তা প্রদান করা হলো- "I found a Poungri instructiong some boys to read and write. One of the youths was a son of the Chief (Kaung-la-pru). In a corner of this apartment were a few small images, clothed in yellow, but in a posture different from that of the Burma Godama ...... The priest was intelligent kind of man, and had come from Arakan .... This priest however had some very fine copies of the Book Kam-mua; but perhaps the Rakhain Edition of that book differ from the Burma, as I found, that there exited many differences in the religious Doctrines of the two people .... this priest

belived in Brimmah, or the Supreme being; .... The sect of this priest believe in the some Moonies or, Gods, that are alleged by the Burmas to have appeared in this world: namely Chaucasam, Gonagom, Gaspa and Godama but to these they add name Mahamoony. They possessed of the Books said to contain the Doctrine of the two last Gods only;.......They have books containing of the Hindoo Gods; account of Ram, his wife Seita, and many other of Hindoo Gods; but like the Burmas they consider as being still liable to the infirmities of Morality and not yet arrived at Nieban, or state of perfect bliss free from change of misforture. (Willem van Schendel edited : Francis Buchanon in South- east Bengal (1798). pp 87-92. Dhaka: University Press Ltd.)

১.১৪ ফ্রান্সিস বুকানন ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান গুরুত্বপুর্ণ স্থান রাঙ্গামাটিও এসেছিলেন। ঐ সময় রাঙ্গামাটিতে চাকমা রাজা টব্বর খানের এবং তদীয় ভ্রাতা জব্বর খানের দু'টি বাড়ি ছিল। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখ তিনি চাকমা রাজবাড়ির নিকট বৌদ্ধবিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাথে কথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেন, " A priest, who assumed the name of Poun-do-gye or Great royal virtue, informed me .... His religion is the same with that of Arakan. He says, that they have two ranks of priests, the Samona and Moishang, the letter of whom are the superiors and by the Bengalese are called Raulims," পরদিন ২৯শে এপ্রিল ১৭৯৮ইং তারিখ ফ্রান্সিস বুকানন সুবলং (Sualang) পৌছেন। তিনি সেখান থেকে কাসালং (Kazalung) নদীর মোহনার তীরবর্তী একটি চাকমা গ্রামে বেশ কয়েকজন 'মোইসাং' বা ভিক্ষুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,- "At Kazalung ..... The laity read Bengalese books, but the

Moshangs or priests at this village had books in the Ra-khain language and character. In proportion to the inhabitants the priests seemed be very numerous"

(Williem Van Schendal: Francis Buchanan in South-east Bengal (1798), p-112, Dhaka United prss Ltd.)

১.১৫ ঊনবিংশ শতাব্দীতে চাকমা রাজা ধরম বক্স খান (১৮১২-৩২ খ্রি:) -এর প্রথম মহিষী রাণী কালিন্দী (১৮৪৪-১৮৭৩ খ্রি:) -এর রাজত্ব কালে এতদঞ্চলে হীনযানপন্থী বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে চাকমা এবং বড়ুয়া সমাজের মধ্যে দ্রুতবেগে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী কালে বাংলাদেশের অধিকাংশ বৌদ্ধদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে আমার লিখিত 'চাকমা পরিচিতি' (১৯৮৩) গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন নিম্নে প্রদান করা হলো, "তার (রাণী কালিন্দীর) আমন্ত্রণে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের চাকমা রাজ্যে আগমন এবং রাজানগরে মহামুনি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাণী, সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরকে চাকমা বর্ণে লিখিত একটি পদক দেন এবং তাঁকে ধর্ম প্রচারে সর্ব প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেন। ঐ সময় রাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় নীলচন্দ্র দাস ও ফুলচন্দ্র লোথক কর্তৃক বর্মী ভাষায় লিখিত থাদুওয়াং (ধাতু বংশ) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করা হয়। যা 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে রাণীর মৃত্যুর (১৮৭৩) বেশ কয়েক বৎসর পরে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরকে ধর্ম প্রচারে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের জন্য রাণী চিরদিন চাকমা সমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। "(১৯৮৩:১১)। রাণী কালিন্দী তৎকালীন চাকমাদের রাজধানী রাজানগরে "বাঙ্গলা ১২৭৩ সনের ৮ই চৈত্র দিবসে আরাকানের অনুকরণে মহামুনি স্থাপন করেন" (সতীশচন্দ্র ঘোষ ১৯০৯, পৃ-১১২)। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চাকমারা হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করে চলেছেন।

১.১৬ চাকমা সমাজের লুরি বা রুরিদেরকে একটি বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করা যায় যারা অতীতে চাকমা সমাজের গোষ্ঠীভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী 'ভাতদ্যা' পূজায় পৌরহিত্য করেছিলেন এবং 'ধর্মকাম' নামক আরো একটি

পূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে গ্রামাঞ্চলে পৌরহিত্য করছেন। উল্লেখ্য অন্য কোন হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু ভাতদ্যা বা ধর্মকাম পূজায় পৌরহিত্য করেন না। লুরিরা গেরুয়া রঙের বস্ত্র বা 'চীবর' পড়েন মালকোচায় গোজ দিয়ে যা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চীবর পরার রীতি থেকে স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে যে সকল ধর্মীয় পুরোহিত বা ভিক্ষু চাকমাদের ধর্মীয় শাস্ত্র 'আঘরতারা' পাঠ, চর্চা ও ব্যবহার করে আসছেন তারাই লুরি বা রুরি। পূর্বে বাংলাদেশে বড়ুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও রাউলী নামক এক শ্রেণীর বৌদ্ধভিক্ষু বা ধর্মীয় পুরোহিত ছিলেন। কোন কোন লেখক 'অরহত' অর্থে 'রাহান্দ' শব্দ থেকে রাউলী শব্দটি উদ্ভুক্ত হয়েছিল বলে মনে করেন। তবে ১৬৩৩ সালে যখন পর্তুগীজ ফাদার ম্যানরিক আরাকানে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেখানকার উরিতং প্যাগোডার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের Raulim (রাউলিম/রাউলী) লিখেছেন। সম্ভবত এই রাউলিম, রাউলী এবং রুরি বা লুরি শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি একই উৎস থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। বিগত শতকের ৬০ -এর দশকে চাকমা সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিলে চাকমাদের গ্রামগুলিতে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ বিহার 'ক্যায়াং' -এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেই সাথে লুরিদের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় অবস্থায় এসে উপনিত হয়।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্রই হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করেছে এবং করছে। বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ মন্দির (ক্যাং) স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে। রাঙ্গামাটিতে রাজবন বিহারে প্রতি বছর কার্তিকী পূর্ণিমার সময় বিশাল আকারের কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেখানে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির তাঁর শিষ্য, উপাসক-উপাসিকা, দায়ক-দায়িকা এবং ধর্মার্থীদের উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনা করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতেও শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ জনসাধারণের শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। তারা সকল প্রাণীর হিতার্থে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করে থাকে।

** সুগত চাকমা, পরিচালক (ভাঃ) উ.সা.ই, রাঙ্গামাটি।*

চাকমা বর্ণে লিখিত আঘরতারা এবং পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্র, কাহিনী ইত্যাদির সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্যের বিচার বিশ্লেষণ-

শ্রদ্ধালঙ্কার ভিক্ষু ও সুগত চাকমা

জয়মংগল তারা সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

আমরা চাকমা লুরি বা রুরিদের লিখিত যে সকল 'তারা' বা 'ত্রা' নামক বৌদ্ধধর্মীয় সূত্র বা গাথা অথবা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে কোন কথা পেয়েছি তার মধ্যে নানা কারণে 'জয়মংগল তারা'টির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালাবাসী স্বর্গীয় ফুলচান কার্বারী তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিতে তিনি উক্ত তারাটির নাম 'জয় মংগল ত্রা' হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তবে গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকের শেষ দিকে ডঃ হেইন্‌জ বেচার্ট এই তারাটিকে সংগ্রহ করে এর নাম Mahajaya Mangala tara (মহাজয়মংগল তারা) বলে লিখেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলো,-"Mahajaya Mangala Tara is read during marriage ceremonies like the corresponding Pali texts in the Buddhist countries" (Buddhism in East Bengal, p-12.*)

জয় মংগল ত্রা	মহাজয়মঙ্গল গাথা
১. মাহাকারণিক নুতু হিতায়	১. মহাকারুণিকো নাথো হিতায়
সর্‌ব পাণিনাং,	সব্ব পাণিনং,
পারেতা পারামি সর্‌ব	পুরেত্বা পারমী সব্বা
পতি সাহ্‌ম্মাদিতমং	পত্তো সম্বোধিমুত্তমং;
এতেন জেন দু	এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে
....	জযমঙ্গলং।
জয়তু বদিয়া মুলে সাক্যানং	২. জযন্তো বোধিযা মূলে সক্যানং
শ্নন্‌দি বভুতুনু।	নন্দিবড়্ঢনো,

আবাথ তুজহং হোতু
জয়েস্‌সু জয়া ॥
....

২. সকালতা বুদ্ধরাত্তনং অসদং
আত্‌যাং বরাং।
থিতি
দেব-মানুগানাং বুদ্ধতেজেন
সুতিনা
ভসতৈপত্‌দবা সর্‌ব দুক্‌খা
রুপসমেনাং
মংগলং ॥
সকল্‌তা বুদ্ধরাত্তনং অসদং
আতমাং বরাং।
থিতি
দেব-মানুগানাং বুদ্ধ তেজেন
সুতিনা
ভসতৈপত্‌দবা সর্‌ব দুক্‌খা
রুপসমেনাং মংগলং ॥
সক্‌তা ধর্‌ম রতনাং অসুদ
উত্থামং বরাং।
পরিলাহাপহিমনং
ধর্‌ম তেজেন সুনিনা
নসসন্‌তপত্‌দ্ধবা সর বে ভয়া
(শুদু) সমেইত ॥

সক্‌তাহ্‌ সংগরতনং অসুদং
আত্‌ম বরাং।
আহুনেযং পাহুনেযং
সংগ (হা) তে (ন) জেন (সুকিতা)

এবং তুযহং জযো হোতু
জযস্‌সু জয
মঙ্গলং ॥

৩. সক্কত্বা বুদ্ধরতনং ওসদং
উত্তমং বরং,
হিতং
দেব-মনুস্‌আনং বুদ্ধতেজেন
সোত্থিনা;
নস্‌সন্তুপদ্দবা সব্বে দুক্‌খা
রূপসমেন্তু তে।
....
সক্কাত্ব বুদ্ধরতনং ওসদং
উত্তমং বরং,
হিতং
দেব-মনুস্‌সানং বুদ্ধ তেজেন
সোত্থিনা
নস্‌সন্তুপদ্দবা সব্বে দুক্‌খা
রূপসমেন্তু তে।
৪. সক্কতা ধম্ম রতনং ওসধং
উত্তমং বরং,
পরিলাহূপসমনং
ধম্ম তেজেন সোত্থিনা;
নস্‌সন্তুপদ্দবা সব্বে ভয়া
রূপসমেন্তু তে।

৫. সক্কতা সংঘরতনং ওসধং
উত্তমং বরং,
আহুণেযং পাহুনেযং
সংঘতেজেন সোত্থিনাঃ

অতু। সুকিতা অন্তু।
সসন্তপত্দাবা সরবে রুপ
রুপাসমেনতে ॥

....
নস্সসত্তপদ্দবা সব্বে রোগা
রূপসমেন্ত তে।

৬. যাং কিনাচি বগনাং
সুকিতা অন্তু
লুকে বিজতি বিবিধা পুতু
রতনং
ধারম্মা সমং নচ্তি
তস্সা সুতি ববন্তে ॥
লুকে সুকিতা অন্তু ॥

৬. যং কিঞ্চি রতনং
....
লোকে বিজ্জতি বিবিধ পুথু,
রতনং
বুদ্ধসমং নত্থি
তস্মা সোত্থি ভবন্তুতে ॥

৭. যং কিনাচি রতনং বিজাতি
বিবিধা ওয়াতু

৭. যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি
বিবিধ পুথু,

৮. যাং কিনাচি রত্তনং লুকে
বিজতি বিবিধা ওয়াইতু

৮. যং কিঞ্চি রতনং লোকে
বিজ্জতি বিবিধ পুথু,

৯. রত্তনাং সংগাসমং
তাইস্স্যা
সুকিতা ওয়াইতু
বভইতে ॥

রতনং সংঘসমং নত্থি
তস্মা
....
ভবন্তু তে

১০. নচ্তি মে সরণং
সন্সসং
বুদ্ধ () সরণং অরং
এতেন সরস্ভাজেন
হুতু
মে
জয় মংগলং ॥

৯. নত্থি মে সরণং
অঞ্ঞং
বুদ্ধো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন
হোতু
তে
জয় মঙ্গলং

১১. নচত্তি যে সরণং

১০. নত্থি মে সরণং

অন্ সংগ	অঞ্‌ঞং
ধরম্মে	ধম্মো মে
....	সরণং
সর্‌ব রতনং	....
বরং।	বরং,
এতেন সস্‌স () জেন	এতেন সচ্চবজ্জেন
হোতু তে	হোতু তে
.... ॥	জয়মঙ্গলং।
১২. নাইতি মে সরনং আন্ (চচ)	১১. নত্থি মে সরণং অঞ্‌ঞং
সাংঘাহ্	সংঘো
....	মে
রতনং	সরণং
পরং	বরং,
....	এতেন
সস্‌সতা বাজ্‌জেন হুতু তে	সচ্চবজ্জেন হোতু তে
জয় মংগালাং।	জয় মঙ্গলং
১৩. সর্‌ব () বিজুবি	১২. সব্বীতিযো বিবজ্জন্তু
সর্‌ব রুগ বিনাসাওয়াইতু।	সব্বরোগ বিনস্‌সন্তু,
মা তে ববন্‌তরায়া	মা তে ভবত্বন্তরাযো
সুখি দায়ুক বব।	সুখী দীঘাযুকো ভব।
১৪. বভতু সর্‌ব মংগলং	১৩. ভবতু সব্ব মঙ্গলং
রক্যন্‌তু সর্‌ব দেবতা	রক্‌খন্তু সব্ব দেবতা,
সর্‌ব	সব্ব
ধরম্মানু ববেইন	বুদ্ধভাবেন
সাদু	সদা
জাতি	সোত্থি
ভবইতে ॥	ভবন্তু তে।

১৫. ভবইতু সব্ব মঙ্গলাং
ববতু সর্‌ব মংগালাং
রক্যান্‌তা সর্‌ব দেবতা।
....
সদাজুদি
বভন্‌তুতে

১৬. ভবতু সর্‌ব মংগালাং
রকইতু সর্‌ব দেবতা।
সব্ব সাংগানুভাভেন্‌
সদা জুতি ভাবেইতে।
জয় মাংগালাং

১৭. নকখত যক্‌ক ভুধ্‌ধানাং
....
পাপাপগহ নিব্বান
....
সু
ভাবেন ওয়াইতু
তেসং
আপ্‌দবে

১৮. যং দুনিমিতাং অবমংগালাংলন্‌চ
জু সামানপু
সুহানস্‌স জুদু
পাপগগহু দুস্‌জুপানাং অকইতং
বুদ্ধানুভাবেইনু বিসিমেইত ॥

১৯. যং দুনিমিতাং অবমংগালাং
....
সজুসমপু

১৪. ভবতু সব্ব মঙ্গলং
....
রক্‌খন্তু সব্ব দেবতা,
সব্বধম্মানুভাবেন
সদা সোত্থি
ভবন্তু তে।

১৫. ভবতু সব্ব মঙ্গলং
রক্‌খন্তু সব্ব দেবতা,
সব্ব সংঘানুভাবেন
সদা সোত্থি ভবন্তু তে
....

১৬. নক্‌খত্ত যক্‌খ ভূতানং পাপগ্গহ্‌
নিবার
পাপগ্গহ নিবারণা,
পরিত্তস্‌সানুভাবেন
হোন্তু
....
তেসং
উপদ্দবে

১৭. যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ
যো চা'মনাপো
সকুনস্‌স সদ্দো,
পাপগ্গহো দুস্‌সুপিনং অকন্তং
বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্তু।

১৮. যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ
যো চা' মনাপো
....

সবুনসস	সকুনস্স
জুদু	সন্দো,
পাপগগহু দুসাজুপানাং	পাপগ্গহো দুস্সুপিনং
অকইতং	অকন্তং
বুদ্ধানু	....
ধর্মাহ্নুবাবেই	ধম্মানুভাবেন
বিনাসই ॥	বিনাসমেন্তু।

২০. যাং দুনিমিতাং অবমংগালাংনসা	১৯. যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ
যু সমনপু সকুনস্স জুদু	যো চা' মনাপো সকুনস্স সন্দেন্তু
পাপগ্গহু দুসপানাং অকন্দ	পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং
সাংগানুভাবেইনা বিনাসমেইত ॥	সংঘানুভাবেন বিনাসমেন্তু।
(সাধু সাধু সাধু ॥)	....

নিম্নে মহাজয়মঙ্গল গাথা বঙ্গানুবাদসহ প্রদান করা হলো।

মহাজয়মঙ্গল গাথা

১। মহাকারুণিকো নাথো হিতায সব্বপাণিনং;
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমং;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জযমঙ্গলং।

২। জযন্তো বোধিযা মূলে সক্যানং নন্দিবড্ঢনো,
এবং তুযহং জযো হোতু জযস্সু জযমঙ্গলং।

৩। সক্কাত্বা বুদ্ধরতনং ওসধং উত্তমং বরং,
হিতং দেব-মনুস্সানং বুদ্ধতেজেন সোত্থিনা;
নস্সন্তু পদ্দবা সব্বে দুক্খা বূপসমেন্তু তে।

৪। সক্কত্বা ধম্মরতনং ওসধং উত্তমং বরং
পরিলাহূপসমনং ধম্মতেজেন সোত্থিনা,
নস্সন্তু পদ্দবা সব্বে ভযা বূপসমেন্তু তে।

৫। সক্কত্বা সঙ্ঘরতনং ওসধং উত্তমং বরং,
আহুণেয্যং পাহুণেয্যং সঙ্ঘতেজেন সোত্থিনা;
নস্সন্তুপদ্দবা সব্বে রোগা বূপসমেন্তু তে।

৬। যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,
রতনং বুদ্ধসমং নথি তস্মা সোত্থি ভবন্তু তে।

৭। যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,
রতনং ধম্মসমং নথি তস্মা সোত্থি ভবন্তু তে।

৮। যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,
রতনং সঙ্ঘসমং নথি তস্মা সোত্থি ভবন্তু তে।

৯। নত্থি মে সরণং অঞঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং।

১০। নত্থি মে সরণং অঞঞং ধম্মো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং।

১১। নত্থি মে সরণং অঞঞং সঙ্ঘো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং।

১২। সব্বীতিযো বিবজ্জন্তু সব্বরোগো বিনস্সতু,
মা তে ভবত্বন্তরাযো সুখী দীঘাযুকো ভব।

১৩। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্খন্তু সব্ব দেবতা,
সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তু তে।

১৪। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্খন্তু সব্ব দেবতা,
সব্ব ধম্মানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তু তে।

১৫। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্খন্তু সব্বদেবতা,
সব্ব সঙ্ঘানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তু তে।

১৬। নক্খত্ত যক্খ ভূতানং পাপগ্গহ নিবারণা,
পরিত্তস্সানুভাবেন হন্তু তেসং উপদ্দবে।

১৭। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ
যো চা'মনাপো সকুনস্স সদ্দো,
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং
বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্তু।

১৮। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ
যো চা'মনাপো সকুনস্স সদ্দো,
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং
ধম্মানুভাবেন বিনাসমেন্তু।

১৯। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ,
যো চা'মনাপো সকুনস্‌স সদ্দো
পাপগ্গহো দুস্‌সু পিনং অকন্তং
সজ্ঘানুভাবেন বিনাসমেন্তু।

বঙ্গানুবাদ

১। মহাকারুণিক লোকনাথ বুদ্ধ সর্ব্বপ্রাণীর হিতের জন্য সর্ব্ববিধ পারমী পূর্ণ করিয়া পরম-সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সত্যবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা তোমাদের স্বস্তি হউক।

২। মারসেনাবিজয়ী শাক্যদিকের আনন্দ-বর্দ্ধনকারী শাক্যসিংহ বোধিমূলে যেরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ তোমাদেরও জয়মঙ্গল হউক।

৩। দেব-মানবের কল্যাণকর উত্তম ঔষধি সম বুদ্ধ-রত্নের সৎকার ও বুদ্ধগুণের প্রভাবে তোমাদের সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হউক এবং সর্ব্বভয় উপশম হউক।

৪। দাহ উপশমকর শ্রেষ্ঠ ঔষধিসম ধর্ম্মরত্নের সৎকার ও ধর্ম্মগুণের প্রভাবে তোমাদের সকল উপদ্রব বিনষ্ট হউক এবং সকল ভয় উপশম হউক।

৫। আহ্বানীয় এবং পূজার্হ শ্রেষ্ঠ ঔষধিসম সঙ্ঘরত্নের সৎকার ও সঙ্ঘগুণের প্রভাবে তোমাদের সকল উপদ্রব বিনষ্ট হউক এবং সকল রোগ উপশম হউক।

৬-৭-৮। এই জগতে যত প্রকার রত্ন আছে– বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘরত্নের ন্যায় শ্রেষ্ঠ রত্ন আর নাই। এই সত্যবাক্য দ্বারা তোমাদের স্বস্তি হউক।

৯-১০-১১। আমার অন্য কোন শরণ নাই। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্যবাক্য দ্বারা তোমাদের জয় ও মঙ্গল হউক।

১২। তোমাদের সকল বিঘ্ন দূর হউক, সকল রোগ বিনষ্ট হউক, কোনও অন্তরায় না হউক, তোমরা সুখী ও দীর্ঘায়ু হও।

১২।১৪।১৫। তোমাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক, সকল দেবতা রক্ষা করুন। সকল বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শক্তি-প্রভাবে সর্ব্বদা তোমাদের স্বস্তি হউক।

১৬। নক্ষত্র, যক্ষ ও ভূতগণের পাপগ্রহ এই পরিত্রাণের প্রভাবে নিবারিত হউক।

১৭।১৮।১৯। যে কোন দুর্নিমিত্ত, অমঙ্গল, অপ্রীতিজনক পক্ষী-রব পাপগ্রহ ও দুঃস্বপ্ন বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

[ধর্ম্মপাল মহাথের : সদ্ধর্ম্ম রত্নমালা, কলিকাতা : বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, পৃ ১৫২-১৫৪]

সিগল মংগল তারা

স্বর্গীয় ফুলচান কার্বারী এই তারাটির নাম লিখেছেন 'সিগল মংগল ত্রা'। তবে সতীশ চন্দ্র ঘোষ (১৯০৯) এই তারাটির নাম লিখেছেন "সিগল মোগল তারা (জয় মঙ্গল সূত্র) এবং বিরাজ মোহন দেওয়ান লিখেছেন 'শীল মোগল তারা' (১৯৬৯:২৯৯) শ্রী দেওয়ান এ সম্পর্কে লিখেছেন, "ইহা জয় মঙ্গল সূত্রের অনুরূপ। রাজা বা সম্মানিত ব্যক্তিদের বিবাহে পাঠ করা হয়।" তিনি আবার তাঁর গ্রন্থে Dr. Heinz Bechart-এর লেখা Buddhism in the East Bengal -এর ১২ পৃষ্ঠা থেকে এ সম্পর্কে Bechart -এর নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্বৃত করেছেন, "Many of these pali texts can be identified e.g. in the 'Sil magal tara' we find the texts of Sigalvanda sutta." (দেওয়ান ১৯৬৯, পৃ ২৯৪)। এখানে উল্লেখ্য যে, সতীশ চন্দ্র ঘোষ (১৯০৯) অথবা বিরাজ মোহন দেওয়ান (১৯৬৯) কেউই এই তারাটির কোন অংশ তাদের গ্রন্থে উদ্বৃত করেননি। তাই কিসের উপর নির্ভর করে তাঁরা ঐ মন্তব্য করেছেন তা এক্ষণে যাচাই করে দেখার উপায় নেই।

আমরা ফুলচান কার্বারী কর্তৃক সংগ্রহিত সিগল মংগল তারাটি পরীক্ষা করে এতে নিম্নলিখিত ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছি-

১. এর প্রথম অংশ বৌদ্ধভিক্ষুরা দেবতা আমন্ত্রণের জন্য যেভাবে (আমন্ত্রণ) জানান তার সাথে মিলে।
২. মধ্যে ২ (দুই) লাইন যত না মহাজয়মঙ্গল সূত্রের ২নং গাথার সাথে মিলে ততোধিক অভিসেক গাথার সাথে মিলে।
৩. মধ্যে ২ (দুই) লাইন রতন সূত্রের সাথে মিলে।
৪. এর পাঠোদ্ধারকৃত বেশিরভাগ লাইন 'মৈত্রি ভাবনা'র সাথে মিলেছে।
৫. অবশ্য মধ্যবর্তী বেশ কিছু লাইন আমাদের পক্ষে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

<u>সিল মংগল তারা</u>	<u>পালি</u>
সি নাম তেইসা ভাগাওয়াতু	নমোতস্‌স ভগবতো
আরাহাতু সম্মা সাম্বুদ্ধাসা	অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স (৩বার)

দেবতা আমন্ত্রণ

সামিতাং চেগেরাওয়ালেসু	সমন্ত চক্কবালেসু
আজরি গাসেন্দু দেবতা	অত্রা গচ্ছন্ত্ত দেবতা;
সইতাহ্ ধাম্মু মনিরাজেসা	সদ্ধাম্মং মুনিরাজস্স
	সুনেন্তু সগ্গ মোক্খ
	ধম্ম সবন কালো
	অযং ভদ্দন্তা'তি।

পরিত্রাণ প্রার্থনা

	(মযং ভন্তে সংঘো)
তেপ্যাতি পাতিয়াং সম্মা সাম্মুদ্ধা	বিপত্তি পতিবাহায সব্ব সম্পত্তি
সিদ্দিয়াং	সিদ্ধিযা
	সব্ব দুক্খ বিনাসয
	সব্ব ভয নিবাসয
	সব্ব অন্তরায বিনাসয,
	সব্ব উপদ্দব বিনাসয
সর্‌ব সত্তুর বিনাসেন্‌তি	সব্ব অমঙ্গলং বিনাসয
	সব্ব পাপমার বিনাসয
	ভবে দীর্ঘায়ু দাযকং
	চিত্তং উজ্জুং করিত্বান
	পরিত্তং।
ভবই মংগলাং	ভ্রুথ মঙ্গলং
তেপ্‌পাতি পাতিয়াং	বিপত্তি পটিবাহায
সাম্মা সাম্বুদ্ধ সিদ্দিয়াং	সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিযা,
সর্‌ব ভয়া বিনাসেন্‌তি	সব্ব ভয বিনাসয
পরিত্তাং	পরিত্তং
ভবই মংগলং ॥	ভ্রুথ মঙ্গলং
যেয়ান্‌তি বুধিয়াং মূলে	জযন্তো বোধিযা মূলে

সাক্য নাক্য পাবত্দানে	সক্যানং নন্দিবড্ঢনো,
মেন্য যেয়ানাতি বেয়াস্তি	এবমেব জযো হোতু জযস্সু জয মঙ্গলে। [অভিসেক গাথা এবং মহাজয় গাথার ২নং গাথার এবং সুপুব্বহ্ন সুত্তং -এর ১৭ নং গাথার সাথে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য রয়েছে।]
আব্রাং চিদাং পাইলাং ধেওয়াসিলে	
বসতু পাবদানে	
আরুলাং ভাগাবত্যা	
সাবেঞং	
ভিবি সাবিতে পাদকিনাং	
কেত্থা লেত্থা পদকিনাং	
আইদ্যা ক্যাইধে আরুলাং	
ভাগাবু	
বুদ্ধা সাসনে আরুলাং	
বুদ্ধ সর্বেৎ পুঞঞুতুৎ মিতে	
গাওয়েইতু সব্বে দেবতা	ভবতু সব্ব মঙ্গলং রক্খন্তু সব্ব দেবতা
কারন্দি দানেনাং	সব্ব বুদ্ধানু ভাবেন সদা সোত্তি ভবন্তুতে (সুপুব্বহ্ন সুত্তং, ১৩নং গাথা)
সুমাইতি সুকিতা অস্তি ॥ ভওয়েন্তি	এতেন সচ্চবজ্জেন সুবত্থি হোতু
বাওয়াতু সব্বা মংগালাং	ভবন্তু সব্ব মঙ্গলং
রাকেন্তি সব্বে দেওয়াতা	রক্খন্তু সব্ব দেবতা
সাব্বে সাংগেনাং	সব্বে সংঘ

ত্যাচুম্মা সুকিতা অইতি ॥

ভাওয়েনাং তিতে

যাং কেইসি	যং কিঞ্চি
তত্তুতনং	বিত্তং ইধ বা হুরং বা
লুকে বি সায়াতাদি	
রতনং	রতনং পনীতং
ওয়াবুত্যানাং সাম্মা	ননো সমং অত্থি তথাগতেন
	ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পনীতং
সুকিতা অতু ॥	এতেন সচ্চবজ্জেন সুবত্থি হোতু।
কেইসি ধম্মা লুকে	(যং) কিঞ্চি ধম্ম
বিসায়ান্দি তিবিতাং	(পনীতাং)
বুদ্ধে	বুদ্ধ
(*তেই) সাম্মা সুকিতা অন্ত।	(এতেন সচ্চবজ্জেন) সুবত্থি হোতু।
যাং কেইসি ধম্মা	যং কিঞ্চি ধম্ম
লুকেবিজায়য়েতি	
তিবিতাং	পনীতং
বুদ্ধ রতনং	বুদ্ধ রতনং
য়ানাং তামান্নাং	
সাংমাহ্ বেংএঞাং	
তেই সাংম্মা সুকিতা অতু ॥	(এতেন সচ্চবজ্জেন) সুবত্থি হোতু
যাং কেই সি সাংগা লুকে	
বিচায়ান্দি তিমিতাং	
ভবতু।	[যে পুগ্গলা অট্ঠ সতং পসত্থা
যাং কেই সি	চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি,
	দক্খিণেয্যো সুগতস্স সাবক
	এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি]
রতনং সাংগেনাং	সংঘে রতনং পনীতং

সাব্বা চিত্তং।	
তেই সুম্মা সুকি অইতু।	(এতেন সচ্চেন) সুবত্থি হোতু।
	(রতনং সূত্তং ৬নং)
পুরি সামাহ্ দিসাং বাক্কে	পুরত্থিমস্মিং দিসাভাগে
সেনাংদি (ভাগা) (মেই) দিক্কু	সন্তি ভূতা মহিদ্ধিকা,
(তুমে) অনুরাকেইদি	তেপি মং অনুরক্খন্তু
আরুল্লাং সুকিতা হত্তু।	আরোগ্যেন সুখেন চ।
উত্তুরে-বকিন দিজাংবাক্কে	উত্তরাস্মিং দিসাভাগে
সেনাইদি-নাগামেনদিক্কু	সন্তি যক্খা মহিদ্ধিকা
তেমে তুমি অনরাকেন্দি	তেপি মং অনুরক্খন্তু
আরুল্লাং সুকিতা হন্তু।	আরোগ্যেন সুখেন চ।
	(মৈত্রি ভাবনা)
পুরব্বা পচ্চিম দাযুদ্যা উত্তর	পুরত্থিমেন ধতরট্ঠো
দক্কিনেস্যেই বিরুল্লাগে	দক্খিনেন বিরূল্হকো,
	পচ্ছিনে বিরূপক্খো,
	কুবেরো উত্তর দিসং॥
(চং তরা) সেত্াহ মহারাজা লকাং প্লাতাং	চত্তারো তে মহারাজা লোকপালা
ইজিকিনে	যস্সসিনো,
	তেপি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন
	সুখেন চ॥ [মৈত্রি ভাবনা]
পুএাং মিসাআশা মুদেয়াং	
সিলেনং কারন্দি দানেনাং	
আগাসেদুই ভমিয়াং	(আকাসট্ঠা চ ভূম্মাট্ঠা)
দক্কিনাং সাম্মা দিত্রাংবাক্কে	দক্খিণাস্মিং দিসাভাগে
সেন্দি নাগা মেন্দিকু	সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তেমে তুমি আনুরাকেন্দি	তেপি মং অনুরক্খন্তু

আরুলাং সুকিতা হোতু। আরোগ্যেন সুখেন চ ॥

[মৈত্রি ভাবনা]

য়াং মাংগলাং দ্বাদেয়ি
বুয়ানাং সমেতি
সাদে সামি
উত্তরে সেইদি
হেতুয়া তেসাং
সুমাংগা লাং
সাব্বা পাব্বা বিনাসানাং — সব্ব পাপা বিনাসায
সর্ব লাগেনি তিতয়াং
ইমংগালানি ঐতু। — ইমং মঙ্গলানি হোতু
ধাম্মা ব্রাইসাওয়াং
সেতাহ্ পাদিসেতাহ্
তেসাহ্
সাব্বা পাব্বা বিনাসানাং — (সব্ব পাপা বিনাসায)
বিত্রামেতি গুনেপেতাং
পরি তেই বাদাম্বাই ল সত্বা ঐতু। — পরিত্তং ব্রুত মঙ্গলং
ম করি মেরাংগ্রু সত্বানং
লুরেনাং কাম্মানি
তুংগ্রয়া দানাং
মাসুংদারি
সাক্কি হতু।

ত্রিপুদুরা তারা

আমরা লুরি ও লুখাকদের ব্যবহৃত তারাগুলির মধ্যে প্রায়ই এই তারাটির ব্যবহার দেখতে পাই। 'চাকমা জাতি' (১৯০৩) গ্রন্থের লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে যে ১৭টি 'তারা'র নাম তালিকাভুক্ত করেছেন তাতে ১০নং 'তারা'টির নাম লিখেছেন 'ত্রিপুদুরা তারা'। এটির নামের সাথে ত্রিকুড্ড সূত্রের নামের সাদৃশ্য থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে এটি ত্রিকুড্ড সূত্র থেকে উদ্ভুত হয়েছে। 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের লেখক বিরাজ মোহন দেওয়ান এ সম্পর্কে লিখেছেন,- 'ইহা পালি ভাষায় ত্রিকুড্ড সূত্রের অনুরূপ এক বাণী' (১৯৬৯:২৯৯)। অবশ্য বিরাজ মোহন দেওয়ান তারাটির নাম 'ত্রিকুন্দ তারা' লিখেছিলেন। এখানে সতীশ চন্দ্র ঘোষের বানানকৃত নামটি উপরোক্ত শিরোনামে গৃহীত হয়েছে। তবে দুজন লেখকের কেউই এই তারাটির নাম এই তারাটি ত্রিকুড্ড সূত্রের অনুরূপ এ জাতীয় মন্ত ব্য করা ব্যতীত এ বিষয়ে তেমন কিছু লিখেননি।

রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের উপজাতীয় জাদুঘর-এ সংগ্রহের মধ্যে চাকমা বর্ণে পালি ভাষায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি আছে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার তৈচাকমাবাসী জনৈক গন্দারাম লুরি এই পাণ্ডুলিপিটির অনুলিপির কাজটি করেছিলেন। এতে অবশ্য তারাটির নাম রয়েছে 'ত্রিপুত্র তারা'। পাণ্ডুলিপিটির লেখাগুলি বেশ ঝরঝরে। তবে কোথাও কোথাও দু'এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে তাই সেটি সম্পূর্ণভাবে পাঠ করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি একই শিরোনাম যুক্ত ঐ তারাটির একটি পাণ্ডুলিপি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সাপছড়ি মৌজার চিরদিন চাকমা নামক জনৈক 'লুখাক' -এর নিকট পাওয়া যাওয়ায় ঐ তারাটি পাঠ করা সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য এ জাতীয় হস্তলিখিত পুরাতন পাণ্ডুলিপি পাঠ করা বাস্ত বিকই কেবল শ্রমসাধ্য কাজ নয়, দুরূহ কাজও বটে। ঐ পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আঘরতারাস্থ অন্তর্গত ত্রিপুদুরা তারাটির সাথে পালি ভাষায় প্রাপ্ত ত্রিকুড্ড সূত্রের কয়েকটি গাথার মধ্যে মিল পাওয়া গেছে। তবে তারাটির স্থানে স্থানে কোন কোন লাইনের পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া মাঝে মাঝে

বেশ কিছু দুর্বোধ্য লাইনও আছে। সেগুলির ভাষা ও অর্থ সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে গবেষণা হওয়ার আগ পর্যন্ত আপাতত ঐ সকল দুর্বোধ্য শব্দগুলির ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। ত্রিপুদুরা তারাটির সাথে পালিতে লিখিত ত্রিকুড্ড সূত্রের যে মিল পাওয়া গেছে নিম্নে সেগুলি বর্ণনা করা গেল। তৎপরে ত্রিকুড্ড সূত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু কথা এবং মূল সূত্রটি লিখিত গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদসহ অনুবাদকের প্রতি যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিম্নে প্রদান করা হলো।

ত্রিপুদুরা তারা

সি নামতেসা ভাগাওয়াতা আরাহাত সাম্মা সাম্বুদ্ধাসা	নম তস্‌স ভগবতো অরহতো নম্মাসম্বুদ্ধস্‌স
তিরাকুদেসু তিংতেনাদি সেনাদি সুসাদা (ন্) কেসু চা দ্বারাংউবাসু (ই) তেন্‌তি আগাংত্বানে স্যাকারং	১. তিরোকুড্ডেসু তিট্‌ঠন্তি সন্ধি সিঙ্ঘাটকেসু চ, দ্বারবাহাসু তিট্‌ঠন্তি আগত্বান সকং ঘরং। [উপরোক্ত লাইন গুলির বঙ্গানুবাদঃ প্রেতযোনিপ্রাপ্ত মৃত জ্ঞাতিগণ নিজের ঘরে বা জাতির ঘরে, প্রাচীরের বাহিরে গৃহকোণে বা দরজার চৌকাঠ অবলম্বন করিয়া অথবা রাস্তার সংযোগ স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ধম্মপাল মহাথের ১৯৯১ ঃ ২২২]
আমাকাংনাইসুইগ কতা পুজাং ত্রাতাং	৬. অমৃহাকঞ্চ কতা পূজা
দায়কে তুতুতাক্‌য়ন আনিংপাহুয়া নিহুতিগেরা	দায়কা চ অনিপ্‌ফলা,
নাহি নাংতুতাম্ভা কাসি য়াকায় কায়ানই চয়ই	নহি তত্থ কসী অত্থি

গোরক্খেত্তঞ্চ ন বিজ্জতি।

সেংসেঙা সক্তাং তাকাং
পেতাভাওয়ে সুনয়
ঞাতিনাং ভায়াংকাং
ঞাতি পেত্কাং আনাংকাং
ইয়েক্তত্তাক আসিংগৈ ॥

উত্নামে উদাকাং ওয়াতু — ৮. উন্নমে উদকং বট্টং যথা
....
নিনাং পাবাতান্তি — নিন্নং পবত্ততি
.... — এবমেব
য়তায়েনা — ইতো দিন্নং
পাকানং ই= — পেতানং উপকপ্পতি।

[বঙ্গানুবাদ ঃ- কোন উন্নত স্থানে
জল বা বৃষ্টি পড়িলে তাহা যেমন নিম্ন
দিকেই প্রবাহিত হয়,
তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয়,
তাহা প্রেতদিগের উপকারে আসে।
ধম্মপাল মহাথের ১৯৯১ ঃ ২২২]

আদাসি মে আগাসি মে — ১০. অদাসি মে অকাসি মে
ঞাতিপেতা সাক্গা চি — ঞাতিমিত্তা সখা চ মে,
....
প্রেন্তাতান দাখিনাং দিজা — পেতানং দক্খিণং দজ্জা
পুপবে কেতাং য়ানুসানাং। — পূব্বে কতং মনুস্সরং।

[বঙ্গানুবাদ ঃ-
"জীবিত থাকিতে,
তাহারা আমাকে কত কিছু
দিয়াছিল, কত উপকার
করিয়াছিল, তাহারা আমার
জাতি, মিত্রে ও সখা" এইরূপে

অনুসরণ প্রেতদের উদ্দেশ্যে
অন্নবস্ত্রাদি দান দেওয়া কর্তব্য ।]

মেদাসিমেস্যা
ফাং সি মেমা এদাসি মে
যাসুই নেনাং সাসাং
সেই ক্রাং ম্রাত্ লেংএগ্রাং
দাইসি মে মাতা কা (য়া) নাং
বাকারে নাং আং ক্রংঙা
ইসে তাক্ আসিং গৈ
আগাসামু হাই
পাতন্ তি (তে) কে চুমাহ্
উআদাসিমে আগাসি মে ইদাসি
নতাতি পেতা মাক্ সি মে

অদাসি মে অকাসি মে
ঞাতিমিত্তা সখা চ মে,

....
প্রেতানা দাকিনাং দিজা
পূব্বে এতাং সানুসানাং
নেহি রুনাং ওয়াসুদু ওয়া এ

পেতানং দক্খিণং দজ্জা
পূব্বে কতং মনুস্সরং ।

....
(ই সে এঞহি)

১১. নহি রুন্নং বা সোকো যচিঞ্ঞঞা

পাবিদেত্তনাং

পরিদেবনা

....
নেই
পেখানাংমাদায়ু
হেত্তয়ে
তিতিনা ঞাতায়ু ॥

ন তং
পেতানমত্থায
এবং
তিট্ঠন্তি ঞাতাযো ।
[বঙ্গানুবাদ]
মৃতের জন্য রোদন, শোক
কিংবা বিলাপ করিলে তদ্বারা
তাহাদের কোন উপকার হয় না
তাহারা পূর্ববৎ থাকিয়া যায় ।]

তিরোকুড্ড সুত্তং

১। তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি সন্ধি-সিঙ্ঘাটকেসু চ,
দ্বারবাহাসু তিট্ঠন্তি আগন্ত্বান সকং ঘরং।

২। পহূতে অন্নপানম্হি খজ্জবোজ্জে উপট্ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্মপচ্চযা।

৩। এবং দদন্তি ঞাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কপ্পিযং পানভোজনং।

৪। "ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু ঞাতযো",
তে চ তত্থ সমাগন্ত্বা ঞাতীপেতা সমাগতা।

৫। পহূতে অন্নপানম্হি সক্কচ্চং অনুমোদরে,
"চিরং জীবন্তু নো ঞাতী যেসং হেতু লভামসে।"

৬। অম্হাকঞ্চ কতা পূজা দাযকা চ অনিপ্ফলা,
নহি তত্থ কসী অত্থি গোরক্খেত্থ ন বিজ্জতি।

৭। বণিজ্জা তাদিসী নত্থি হিরঞ্ঞেন কযাক্কযং,
ইতো দিন্নেন যাপেন্তি পেতা কালকতা তহিং।

৮। উন্নমে উদকং বট্ঠং যথা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

৯। যথা বারিবহা পূরা পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

১০। অদাসি মে অকাসি মে ঞাতিমিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্খিণং দজ্জা পুব্বে কতং অনুস্সরং।

১১। নহি রুণ্ণং বা সোকো বা যাচ'ঞ্ঞা পরিদেবনা,
ন তং পেতানমত্থায় এবং তিট্ঠন্তি ঞাতযো।

১২। অযঞ্চ খো দক্খিণা দিন্না সঙ্ঘম্হি সুপ্পতিট্ঠিতা,
দীঘরত্তং হিতাযস্স ঠানসো উপকপ্পতি।

১৩। সো ঞাতিধম্মো চ অযং নিদস্সিতো
পেতানং পূজা চ কতা উলারা,
বলঞ্চ ভিক্খুনং অনুপ্পদিন্নং
তুম্হেহি পুঞ্ঞং পসুতং অনপ্পকন্তি।

সূত্র ঃ ধর্মপাল মহাথের : সদ্ধর্ম রত্নমালা

বঙ্গানুবাদ

১। প্রেতযোনী প্রাপ্ত মৃত জ্ঞাতিগণ নিজের ঘরে বা জাতির ঘরে, প্রাচীরের বাহিরে, গৃহ-কোণে বা দরজার চৌকাঠ অবলম্বন করিয়া অথবা রাস্তার সংযোগ স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

২। প্রচুর অন্ন, পানীয় খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত বা সংগৃহীত থাকিলেও তাহাদের পাপকর্ম্মের ফলে কেহই তাহাদিগকে স্মরণ করে না।

৩। যাহারা অনুকম্পাপরায়ণ জ্ঞাতি তাঁহারা যথাসময়ে মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে শুচি ও উত্তম ভোজন এবং পানীয় প্রদান করেন।

৪। "এই পুণ্য আমার জ্ঞাতিগণের হউক, জ্ঞাতিগণ সুখী হউক", এইরূপে পুণ্যানুমোদন করিলে সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ স্বয়ং আসিয়া অলক্ষ্যে তথায় একত্রিত হয় এবং প্রচুর অন্নপানীয় তাহারা সাদরে এইরূপে অনুমোদন করে, "যাহাদের দ্বারা আমরা ইহা পাইলাম আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ চিরজীবি হউক।

৬।৭। আমাদিগকে পূজা করা হইল, দায়কের দানও নিস্ফল নহে। প্রেতলোকে কৃষি নাই, গোপালন নাই, বাণিজ্য ও হিরণ্যাদির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ও তথায় নাই।

৮। কোন উন্নত স্থানে জল বা বৃষ্টি পড়িলে যেমন তাহা নিম্নদিকেই প্রবাহিত হয়, তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহা প্রেতদিগের উপকারে আসে।

৯। বারিবহনকারী নদী যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ করে, তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহা প্রেতদিগের উপকারে আসে।

১০। "জীবিত থাকিতে তাহারা আমাকে কতকিছু দিয়াছিল, কত উপকার করিয়াছিল, তাহারা আমার জ্ঞাতি, মিত্র ও সখা" এইরূপে অনুস্মরণ করিয়া প্রেতদের উদ্দেশ্যে অন্নবস্ত্রাদি দান দেওয়া কর্তব্য।

১১। মৃতের জন্য রোদন, শোক কিংবা বিলাপ করিলে তদ্বারা তাহাদের কোন উপকার হয় না। তাহারা পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়।

১২। এই যে দক্ষিণা বা দান দেওয়া গেল, তাহা উত্তম পুণ্যক্ষেত্র সঙ্ঘে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা কালগত জ্ঞাতিগণের দীর্ঘকাল হিতসাধন করিবে। তাহারা তাহা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইল।

১৩। এই পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা জ্ঞাতিধর্ম্ম পালন করা হইল, জ্ঞাতি প্রেতদিগকে উত্তমরূপে পূজা করা হইল, ভিক্ষুগণকে শক্তি দান করা হইল এবং দাতাও প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিল।

রাখেন ফুল্লু তারা

আমরা রাখেন ফুল্লু তারা'টির হস্তলিখিত যে অনুলিপিটি পেয়েছি সেটি সংগ্রহ করেছিলেন রাঙ্গামাটি শহরের অনতিদূরস্থ কাটাছড়ি নিবাসী শ্রী ভাগ্যমনি কার্বারী। এতে অনুলিপি করণের সময় ছিলো ১৯৬৬ ইং। সেটির প্রথম কয়েক লাইনের পাঠোদ্ধার নিম্নে প্রদান করা হলো-

রাখেন ফুল্লু তারা	পালি
সি নাম তেইসা ভাগাওযাতা	নমো তস্স ভগবতো
আরাহাত্ব তেইসা	অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা
নাম তেইসা তিতি।।	নমো তস্স ....।।
এক্কং মে সোভাং	এবং মে সুতং
একা সময়াং ভাগাওয়া	একং সময়ং ভগবা
(সাক্বাতায়াং বিহারাতি	সাবত্থিয়ং বিহরতি
জেতানে	জেতবনে
....	অনাথপিন্ডকস্স আরামে
....	তত্রখো ভগবা আমন্তেসি
তাকতেকা।।	'ভিক্খবো'তি'

-o-

বর্ কুরুক্ তারা

শ্রী ফুলচান কার্বারীর মতে 'বর্ কুরুক তারা'-তে দশজন বুদ্ধের নাম আছে এবং এটি নদীতে গিয়ে যখন কোন ব্যক্তি পুরোহিতদের দ্বারা মাথা ধৌত করে পবিত্র হয়ে কোন আপদবিপদ থেকে পরিত্রাণ পায় তখন পাঠ করা হয়। নিচে উক্ত তারাটি থেকে কিছু অংশ বাংলা বর্ণে লিপিবদ্ধ করা হলো-

আগরতারা	পালি
সি নাম তেইসা ভাগাওয়াতা	নমো তস্স ভগবতো
আরাহাতু সাম্মা সাম্বুদ্ধা	আরাহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স
নাম তেইসা তিতি।।	নমো তস্স (তিনবার)।।
পুদুমা দারে স্যা পুব্বায়াং	
অগুনিদিসে যলেনত্বা দাক্খিনে	
দিক্খিনে সাংবুদ্ধা নিরক্কে	
স্রীযাংগ্রু পচ্চিমে।।	
মনিস্রি কাযাংবুদ্ধ।।	
বায়প্বে মেনাংগ্রু।।	
উত্তরে সাক্যমনি	উত্তরে সাক্যমুনি।।
সেই ইচিঙে দিবাংগ্রু।।	
পাদালে	পাতালে
কাচাংবুদ্ধ।।	
আগাচে স্রিনাংগ্রু।।	আকাশে
ইমা দসা বুদ্ধ	এই দশ বুদ্ধ
সাদাং উত্তিচেয়ংরি	সাদাং (উদ্দেশ্যে)।।
রাজা গ্যাত্তি অতিয়	
সাব্বা ভয়া তুইয়াং	
বুদ্ধ তেইচানাং	
বাং না সোংধি	
ধাম্মা	

মাতেইখাস্যা।।
নাং বিনা।।
সুখ্যা দি।।
উতিরে
স্যাধু
ব্রেক্ চ্যা
বেক্সু (ঐ) দিচ্মাই
দিব্স্বা।।

বোধ্যঙ্গ পরিত্ত (পৃ ঃ ২৩৯)	শ্রী ফুলচান কার্বারী কর্তৃক সংগৃহীত **বদ্যংগ সূত্র**
১। সংসারে সংসরন্তানং	সংসারে সংহারন্তনাই
সব্ব দুক্খ বিনাসনে	সপ্‌ব্ব দুক্ক বিনাসনে।।
সত্তধম্মে চ বোজ্ঝঙ্গে	সত্ত ধরম্মে চ বুজংগে
মারসেনপ্পদ্দিনো।।	
২। বুজ্ঝিত্বা যে পিমে সত্ত	বুজং সি তঙে পিমে সত্তি
তিভবমুত্ত কুত্তমা।	বভ মুত্ত মুত্ত কুতমে।
অজাংতিং অজরা ব্যাধিং	অজাতিং অজারা ব্যাদি
অমতং নিরভয়গতা।।	অমতং নিপ্‌ভায়াং গাতাহ্।।
৩। এবমাদি গুনুপেতং	এবমাদি গানপেতাং
অনেকগুন সংগহং	অনেকগুন সাংগৈহাং।
ওসধঞ্চ ইমং মন্তং	অসতন্চ ইমাং মন্তং
বোজ্ঝঙ্গন্তং ভনামহে।।	বুজাংগতং বনামহে।।

বাংলা অনুবাদ ঃ

মারসেনা প্রমর্দ্দক
বুদ্ধগণ জন্ম, জরা, ব্যাধি,
মৃত্যুশীল ভয়-সংসার-চক্রে
পরিভ্রান্ত জীবগণের জন্ম, বার্দ্ধক্য,

পীড়া, মরণ, শোক, বিলাপ,
কায়িক ও মানসিক দুঃখ ও
নৈরাশ্যাদি সমস্ত ভব-দুঃখ
বিনাশক সপ্ত বোধ্যঙ্গ ধর্ম
ভগত হইয়া কাম, রূপ ও
অরূপ এই ত্রিভব হইতে
বিমুক্তগণের উত্তম হইয়াছেন এবং
জন্ম রহিত, মৃত্যু রহিত, ভয় রহিত,
নির্বাণে গমণ করিয়াছেন। ওহে আমরা
এবংবিধ গুণ-বিভূষিত অনেক গুণ
সংগ্রহ,বিবিধ গুণসমষ্টি বিশিষ্ট ঔষধ
ও মন্ত্রস্বরূপ এই বোধ্যঙ্গ পরিত্রাণ
বর্ণনা করিতেছে।
*(বঙ্কিম চন্দ্র চাকমাঃ ত্রিরত্ন মঞ্জুরী, চট্টগ্রামঃ
ফ্রেন্ডস্ প্রিন্টার্স, পৃঃ ২৩৯ ও ২৪০)*

বিভিন্ন তারা গুলির নাম এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় লেখকের প্রদত্ত তথ্য-

আমরা আমাদের সংগৃহীত 'তারা' গুলির যে সকল নাম পেয়েছি এবং সেগুলির যে জাতীয় অনুষ্ঠানে বা কাজে ব্যবহৃত হতো তার একটি তুলনা নিম্নে প্রদান করলাম।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ১৯০৯ সালে লিখিত 'চাকমা জাতি' গ্রন্থে 'তারা' গুলির নাম (বাংলা বর্ণে)	বিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক ১৯৬৯ সালে লিখিত 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে 'তারা' গুলির নাম (বাংলা বর্ণে)	শ্রী ফুলচান কার্বারী কর্তৃক বিংশ শতকের (৫০ এর দশক থেকে '৬০ এর দশকে সংগৃহিত 'তারা' গুলির নাম চাকমা বর্ণ থেকে বাংলা বর্ণে বর্ণান্তকরণকৃত
মালেন তারা (মালেন স্থবিরের উপাখ্যান)	মালেন তারা	

ছাদিংগিরি তারা	সাদিংগিরি তারা	
আনিজা তারা		
(অনিত্য কর্মকথা)	আনিজা (অনিচ্চা) তারা	
সিগল মোগল তারা	শীল মোগল তারা	
(জয় মঙ্গল সূত্র)		সিগল মংগল ত্রা
সরকদান তারা		
দাসা পারামি তারা	দসো পারামী তারা	
(দশ পারমিতা)		দাসা প্রামি বা
বড় কুরুক তারা	বড় কুরুক তারা	
		বর কুরুক ত্রা
ছোট কুরুক তারা	ছোট কুরুক তারা	
		ছত কুরুক ত্রা
ত্রিপুদুরা তারা	ত্রিকুন্দ তারা	
(ত্রিকুড্ড তারা)		
সুবা দিজা তারা	সুবা দিজা তারা	
পুদুম ফুলু তারা	পুদুম ফুলু তারা	
ফুদুম ফুলু তারা	ফুদুম ফুলু তারা	
সাহস ফুলু তারা		
চেরাগ ফুলু তারা	চেরাক ফুলু তারা	
		চেরাক ফুলু ত্রা
স্বামী ফুলু তারা	সানেং ফুলু তারা	
রাখেন ফুলু তারা		
	আরিনামা তারা	
	জিয়ন ধারণ তারা	আরেচ নামা ত্রা
	বুদ্ধ ফুলু তারা	জিয়ন দরন তারা
	শাকতন তারা	
	রাজা হোড়া তারা	

সরক দান তারা
সুবাদিবা তারা
শাক্য তারা
ফকিরি তারা
আত্তারা সূত্র তারা

আংগ্রা ত্রা
জয় মংগল ত্রা
উদাং প্রামি ত্রা
সানেক ফ্রু ত্রা
বধ্যাংগ সূত্র

*শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার ভিক্ষু, অধ্যক্ষ, সংঘারাম বৌদ্ধ বিহার, ভেদভেদী, রাঙ্গামাটি।
*সুগত চাকমা, পরিচালক (ভাঃ) উ.সা.ই. রাঙ্গামাটি।

লুরিদের পূজা-পার্বণ ও জীবনধারা

সুসময় চাকমা

বাংলাদেশে যতগুলো নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে তন্মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাস করে। এছাড়াও চাকমারা ভারতে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে আসছে। মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্গত তিব্বত-বর্মন গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত চাকমাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ষোড়শ শতকের সময়ও চাকমাদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় JOA-DE-BAROS কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে। এই মানচিত্রের পূর্ব প্রান্তে CHACOMAS বা চাকমাদের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ফ্রান্সিস বুখানন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলে ১৭৯৮ সালের ১১ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত নদী পথে ও পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করার সময় চাকমাদের সাক্ষাত পেয়েছিলেন এবং গেরুয়া রঙের ধুতি এবং শার্ট পরিহিত 'লুরি'ও সাক্ষাত পেয়েছিলেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি পঞ্চদশ শতকের সময় থেকে চাকমারা এ পার্বত্য অঞ্চলের বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং উত্তর দিক হতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশাল এলাকায় অবস্থান করে আসছিল এবং কর্ণফুলী ও অন্যান্য নদী, উপনদীগুলোর অববাহিকায় এসে হাজির হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক শিকার হয়ে চাকমাদের কিছু অংশ দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা তৎকালীন আরাকানে প্রবেশ করে। সে সময় থেকে চাকমারা ইতিহাস প্রণেতাদের কাছে প্রথমে চাকোমা পরে চাকমা নামে পরিচিত লাভ করে। ইহাও সর্বজন বিদিত যে, চাকমাদের ভাষা ইন্দো-এরিয়ান পরিবারভুক্ত এবং যে ভাষায় কথা বলে তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও রয়েছে। বাংলাদেশের যতগুলো আদি জনগোষ্ঠী রয়েছে তন্মধ্যে চাকমাদের ভাষা এবং বর্ণমালার ইতিহাস, ঐতিহ্য অত্যন্ত গুরুত্বের বিষয়। চাকমাদের রয়েছে নিজস্ব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। এ সব অনুষ্ঠানের মধ্যে ভাতদ্যা, চুমুলাং, থানমানা, বুরপূজা ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কার্যাদি

সম্পাদনের জন্য রয়েছে তাদের নিজস্ব রীতি-নীতি। এই ধর্মীয় নীতি সমৃদ্ধ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম 'আঘরতারা'। এটি সম্পূর্ণ চাকমা বর্ণে লেখা। দীর্ঘ হাজার বছরের প্রাচীন এই 'আঘরতারা' শব্দের উৎপত্তি নিয়েও বিভিন্ন জনের মতভেদ লক্ষ্যণীয়। যেমন- অনেকে বলেন 'আঘর' মানে 'পূর্বের' এবং 'তারা' মানে 'ধর্ম' অর্থাৎ প্রাচীন ধর্ম। এখানে আঘরতারা শব্দের 'তারা' শব্দটি মারমা শব্দ। যেমন-মারমারা 'বুদ্ধ ধর্ম সংঘ'কে 'ফারা তারা সাংখা' বলে থাকে। সেই সূত্রে চাকমা এবং মারমা শব্দের সংমিশ্রণে এই 'আঘরতারা' শব্দটির উদ্ভব হওয়াটাই স্বাভাবিক। তেমনিভাবে চাকমাদের অনেক মারমা শব্দ গ্রহণ করার কারণও রয়েছে। কেননা চাকমারা এক সময় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আরাকান-বাংলাদেশ সীমান্তে শঙ্খ-মাতামুহুরী পাড়ে এবং আলীকদমের মতো জায়গায় বসতি করার পর তারা কালক্রমে উত্তরদিকে এসে মধ্যে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া হয়ে পূর্বদিকে মোড় নিয়ে এই পার্বত্য অঞ্চলে এসে পড়েছিল। তখন তাদের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর প্রতিবেশী আরাকানের প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। তাই 'আঘরতারা' শব্দটির অর্থ প্রাচীন ধর্ম হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত বেশি। চাকমাদের লেখা এ 'আঘরতারা' চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আনুমানিক ১০০০ খ্রিঃ অঃ থেকে ১২০০ খ্রিঃ অঃ সময়ে ব্রাহ্মী লিপি ধীরে ধীরে ভারত বর্ষে বিস্তৃত হওয়ার পর প্রাচীন বার্মায় পিও, মোন এবং রাখাইন সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটে। এই সভ্যতা দেশের পূর্ব এবং পশ্চিমের দেশগুলোর যোগসূত্র স্থাপনের কারণে এই সকল নৃ-গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিবেশী অঞ্চলে সংস্কৃত ও পালি লিখন পদ্ধতি ও বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবত এই সময় থেকে চাকমাদের নিকট চাকমা বর্ণে লেখা "আঘরতারা" নামের এ' ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্ভব হয়েছিল। আবার অনেকে মনে করেন, (খ্রিঃ পূঃ ১৭০ অব্দে) চাকমা রাজা সাধেংগিরি পিতার মৃত্যুর পর কোন একদিন জঙ্গলে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হলে তিনি সেই সন্ন্যাসীর ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে তাঁরই আশ্রমে কিছুদিন ধ্যান সাধনা করার পর তাঁর মনে বৈরাগ্যভাব উদয় হয়েছিল। সে থেকে তিনি তার পুত্রকে রাজ্যের শাসনভার দিয়ে এক তপোবনে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। এতে তিনি অর্হত্ব মার্গফল লাভ করেন।সে থেকে তিনি চাকমা ভাষায় এই ধর্মীয় শাস্ত্র আঘরতারা লিপিবদ্ধ

দীঘিনালা উপজেলায় অবস্থিত একটি লুরি কিয়ং (বৌদ্ধ বিহার)।

একজন লুরি।

ছবি সংগ্রহে- সুসময় চাকমা।

করেন। এই আঘরতারা তখন তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন- সাধেংগিরি তারা, ফূল তারা, দশ পারামী তারা। বর্তমানে লুরিদের কাছে 'আঘরতারা'র মধ্যে মোট ২৮টি তারা আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গাথা বা সূত্রগুলো লুরিদের ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'আঘরতারা'র প্রতিটি লাইন দু'টি দাড়ি দ্বারা সীমাবদ্ধ। চাকমারা সাধারণতঃ তাদের মনের ভাষা লিখে প্রকাশ করার সময় প্রতিটি লাইনের শেষে দু'টি করে দাড়ি দিয়ে সীমাবদ্ধ রেখে লিখে থাকে। পড়ার সুবিধার্থে এটি চাকমারা এভাবে অনুসরণ করে আসছিল। চাকমা ভাষা লিখার এ'টি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যও বটে। অনুমিত হয় যে, আঘরতারা'য় বর্ণিত প্রতিটি গাথা বা সূত্রগুলোর ভাষা পালি মিশ্রিত মঘী শব্দ। লুরিরা 'আঘরতারা'য় গাথার শব্দগুলোর অর্থ সহজে বলতে চান না। তবে অত্যন্ত মধুর সুরে পাঠ করেন। এভাবে জন সমক্ষের বাইরে থাকা এ ধর্মীয় রীতি-নীতি গুলো প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে বলা যায়। কথিত আছে চাকমা রাজকার্যে রাণী কালিন্দীর আমল (১৮৪৪-১৮৭৩ খ্রিঃ) থেকে ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ভাষা চালু হয়েছিল। সচরাচর রাজা হলেন ধর্মের সংরক্ষক এবং রাজা প্রদর্শিত পথে প্রজারা ধর্মীয় রীতি-নীতিগুলো অনুসরণ করে থাকেন। রাণী কালিন্দীর (১৮৪৪-৭৩ খ্রিঃ) শাসনামলের পূর্বে বৌদ্ধধর্মের রীতিনীতিগুলোর একমাত্র সংরক্ষক ছিলেন লুরিরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, লুরিরা প্রকৃত জ্ঞানের এবং শিক্ষার অভাবে এবং পারস্পারিক অসহগোগিতার কারণে ছিলেন অসংগঠিত। ফলে তাদের এই প্রাচীন ধর্মের রীতি-নীতিগুলোর প্রয়োগ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে এবং অপরদিকে মহিয়ষী রাণী কালিন্দী রাণী কর্তৃক গৃহীত বর্তমান থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুত্থান একটি উল্লেখযোগ্য কারণও বটে। এছাড়াও তখন চাকমাদের এক একটি গ্রাম থেকে এক একটি গ্রামের দুরত্ব কম করে হলেও ২/৩ দিনের পায়ে হাঁটা পথের সমান ছিল। তাই এ বিশাল অরণ্য ঘেরা পার্বত্য অঞ্চলের আনাচে কানাচে থাকা চাকমাদের ধর্মীয় রীতি-নীতিগুলো নাম মাত্রেই পালন করেছিল তারা। দুর্বোধ্য এই আঘরতারা লুরিরা সযত্নে লালন করে চাকমাদের বিশেষ করে শুধুমাত্র মৃত লোকের সৎকার ও পারলৌকিক কার্য সম্পাদনের কাজে এবং পূজা পার্বণে ব্যবহার করা হত। তৎসত্বেও

চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি ও সামাজিক বিধিবিধানগুলো তাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চালু রয়েছে। চাকমা ঐতিহ্যবাহী চান্দবী বারমাসীতেও এ ধরণের প্রাসঙ্গিক বিষয় স্থান পেয়েছে। কবি ধর্মধন চাকমা রচিত চান্দবী বারমাসীতে আমরা দেখতে পাই-

" ....

....

বাজারেও গিয়াছিল কাপড় কিনিয়া লইল

পুন্নবার ঘরে ফিরি আইল।

বিধীমতে করিল কান্দে করি লইল।

পুড়াইয়া সৎকার করিল।

মঙ্গল বিধানে সেই সাত দিনে

রাউলী আনি করাইল ভোজন।" (অথঃ চান্দবীর বাবমরা বিলাপ)

উক্ত বর্ণনায় চাকমা সমাজে মৃতদেহ সৎকার সম্পর্কিত প্রচলিত রাউলী ধর্মের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। চাকমাদের মৃতদেহ সৎকার ও পারলৌকিক কাজ সম্পাদন করা রাউলীদের অপরিকার্য। পুরোহিত রাউলীদেরকে চাকমারা বলেন 'লুরি' এবং তারা নিজেরা পরিচয় দেন 'রাউলী' এবং নামের শেষে রাউলী লিখে থাকেন যেমন 'সুমেন্ত চাকমা রাউলী'।

চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর যাপিত জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সামগ্রিক জীবনধারার সাংস্কৃতিক ঔজ্জ্বল্যের স্পর্শ রয়েছে। এমনকি মৃত্যুর পরও তাদের অবদান সমূহ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাদের পূজা অর্চনা সাধারণতঃ সৃষ্টিকর্তা বা গোঁয়াই এবং বিভিন্ন দেব-দেবী ও অপদেবতাদের কেন্দ্র করে পালিত হয়। এই অপদেবতার উদ্দেশ্যে পূজা করা মানেই তাদের কু-দৃষ্টি থেকে সরে এসে মঙ্গল কামনা করা। পূজার অন্তরালে এ সব অপদেবতারাই দায়ী। চাকমা নৃ-গোষ্ঠীরা এসব অপদেবতাদের দূর করার জন্য যে সব পূজা করে থাকে সেগুলোতে পৌরহিত্য করেন লুরিরা। যেমন

ভাতদ্যা পূজা, বরপূজা মতান্তরে শিবপূজা ইত্যাদি। নিম্নে ভাতদ্যা পূজা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা গেল।

ভাতদ্যা পূজা ঃ

চাকমারা পুনঃজন্মবাদ বিশ্বাস করে। ভাতদ্যা পূজার মাধ্যমে পূর্ব পুরুষদের আত্মার সদগতির জন্য ভাত উৎসর্গ করে এই পূজা করা হয়। পূজা আয়োজনকারী ব্যক্তি তাদের পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এক একটি পাত্রে পূজা অর্পণ করেন। পূজা স্থানে পরিবারের সকল আত্মীয় স্বজনেরা সেখানে উপস্থিত থাকে। লুরিরা পূজামন্ডপের উদ্দেশ্যে আঘরতারা থেকে সবকটি তারা পাঠ করতে করতে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ভাত গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সে সময় যদি পূজামন্ডপে কোন পোকামাকড় এসে পড়ে তখন মনে করা হয় মৃত ব্যক্তি পাপজনিত কারণে পোকা মাকড় হয়ে জন্মেছে সে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য আবারো নতুন করে পিন্ডদান করতে হয়। এ ছাড়াও মন্ত্র পাঠের সময় উপস্থিত আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এবং কোন গৃহপালিত জন্তু বা প্রাণী অচেতন হয়ে পড়তে দেখলে সে সব প্রাণীর জন্য পূজা দিতে হয়। আর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও যে কেহ অচেতন হলে ধরে নিতে হয় সেই মনুষ্যরূপে পুনঃজন্ম লাভ করেছে। কারো কারো বিশ্বাস তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করে ভাত খেতে অংশ গ্রহণ করে বলে তাদের দেহ অচেতন হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ব জন্মের কি কি অপূরণ ছিল তা জেনে নেওয়া হয়। এক কথায় চাকমাদের ভাতদ্যা পূজার মাধ্যমে পুনঃজন্মবাদ যে বিদ্যমান তা সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বরপূজা ঃ সচরাচর পরিবারে কোন ব্যক্তি কোন রোগে আক্রান্ত হলে শেষ চিকিৎসা হিসেবে বরপূজার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয় অথবা শত চিকিৎসা করেও যদি কোন রোগীকে রোগমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছেনা এমন ব্যক্তির জন্য এই বরপূজা করতে হয়। এই পূজার মাধ্যমে রোগীর মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় হয়। এই পূজার জন্য বাসগৃহ থেকে একটু দূরে জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় একটি দানঘর' তৈরি করতে হয়। তন্মধ্যে আরও একটি ছোট গোঁয়াই ঘর তৈরি করতে হয়। সেখানে একটি ঘট স্থাপন

করতে হয়। দানঘরে বসে 'লুরি' রোগীর জন্য পূজা সম্পাদন করেন এবং আহারও সম্পন্ন করেন এবং পরের দিন প্রত্যুষে ঐ স্থানে পুনর্বার পূজামন্ডপে গিয়ে যদি কোন কীট পতঙ্গ এসে পড়তে দেখা যায় তাহলে পূজা সফল হয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। অতপর রোগীকে ঐ পূজা মন্ডপসহ গোঁয়াইকে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে হয়। পরে পাড়া প্রতিবেশীদের সামান্য ভোজ দিতে হয়। উল্লেখ্য যে, পূজার জন্য ৭টি মোরগ, ১টি বড় শূকর, ১টি শূকর শাবক, নানাবিধ ফলাদি ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। ঐ পূজার জন্য মোরগ, শূকর জবাই করে প্রত্যুষে রান্না করতে হয় এবং তা পূজা মন্ডপে দিতে হয়। এভাবে লুরিরা পূজা-পার্বণে পৌরহিত্য করে মঙ্গল সাধনের জন্য নিজেদের সম্পৃক্ত করে রাখেন। লুরিরা থাকেন নির্জন এলাকায় নির্মিত বৌদ্ধমন্দির 'কিয়ং'-এ। অতীতে তারা ধ্যান সাধনা করতেন এবং যারা তাদের কাছে গমন করতেন তাদের শুনাতেন ধর্মীয় কথা। কিয়ং-এ সব সময় লোকসমাগম হতো এবং তাদের জন্য কতো যে দান দক্ষিণা আসতো তা কল্পনাতীত। এ জন্যে তখন চাকমাদের মুখে মুখে এ ছড়াটি শুনা যেত-

" ছড়া আগারে লুরি কিয়ং
বৌ ঝিও ন দেলং
বৌও নেই, ঝিও নেই
তোনে পাদে ভাত খেলং।
ধুন্দো সুবোরী বেক খেলং
কাবরসুবরে ঘুম গেলং
কন্না দিলগি ন দেলং
ধর্ম কধা শুনিলং
মন শান্তিয়ে ঘরত ফিরিলং।"

বাংলা অনুবাদ-

নদীর উজানে লুরি বিহারে
বৌ, ঝিও দেখলাম না
বৌও নেই, ঝিও নেই
সুস্বাদু খাবার দিয়ে খানা পিনা করলাম।
হুঁকা দিয়ে ধূমপান করলাম
পান সুপারী সব খেলাম
কাপড় চোপড় দিয়ে ঘুমালাম
কে দিয়ে গেল জানলাম না
ধর্ম শাস্ত্রের কথা শুনলাম
মনের শান্তি নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

উপরে বর্ণিত ছড়ানুসারে সে কালের লুরিদের জীবনাচারণ বর্তমান লুরিদের জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখে অনুমান করা কঠিন। কেননা তৎকালীন এক শ্রেণীর লোকের কূটচালে মহিয়ষী রাণী কালিন্দী সে কালের প্রাচীন ধর্মকে লালন না করে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মকে অনুসরণ করায় বর্তমান চাকমাদের সেই ঐতিহ্য যে কিছুই নেই তা সহজে আজ অনুমেয়। তবে এও অনস্বীকার্য যে, তথাগত ভগবান বুদ্ধের সময় বৈশালী নগরে এক অনার্য জাতি ছিল। এ অনার্য জাতি ভারতবর্ষে শাক্য নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে এই শাক্যদের আচার রীতি-নীতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সঙ্গত কারণে আমরা ধরে নিতে পারি চাকমাগণ সুদূর অতীত থেকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপনের পরেও প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব অব্যাহতরূপে চলতেছিল। অনন্তর সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের হিন্দু সাধারণের সংমিশ্রণে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের অনুসরণে চাকমারা বলি প্রথা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের ধর্মকে কুলুষিত করতে করতে তাদের নিকট এই তন্ত্রযান ধর্মের রীতি-নীতিগুলো এভাবে চালিত হয়ে আসছিল। মানুষ ধর্ম ছাড়া চলতে পারে না। পরিশীলিত

ধর্মবিশ্বাস হোক কিংবা অন্য কোন বিশ্বাসই হোক। যে কোন একটি অবলম্বন করে মানুষ তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটায়। তেমনি সময়ের বিবর্তনে এবং স্থান কাল ভেদে মন্ত্র ও তন্ত্রযান নীতির অনুসারী এ লুরিরা বৌদ্ধধর্মকে এভাবে লালন করে আসছে। সুদীর্ঘ হাজার বছরের ব্যবধানে বহু ঘাত প্রতিঘাত স্বীকার করে এখনও টিকে আছে। লেখক এ প্রবন্ধের উপাত্ত সংগ্রহ ও লুরির সন্ধান করতে গিয়ে পানছড়ি উপজেলার আনাচে কানাচে পাঁচটি এবং দীঘিনালা উপজেলা বড়াদমের অনতিদুরে একটি "মহাযান রাউলি (লুরি) চাংগা বৌদ্ধ বিহার" পেয়েছেন। প্রত্যেকটি বিহার এলাকায় কম করে হলেও ২/৩ শত চাকমা পরিবার মহাযান লুরি ধর্মের রীতি-নীতিগুলো পালন করে আসছেন। বিহারে রয়েছে একজন করে লুরি। লুরিদের বিহারের নির্মাণশৈলী অবিকল বৌদ্ধ বিহারের মতো। তবে বুদ্ধমূর্তিগুলো তারা নিজেরাই তৈরি করেছেন। কারণ অর্থাভাবে তারা গৌয়াই বা মূর্তি সংগ্রহ করতে পারেন না। প্রত্যেকটি বিহারে রয়েছে একটি পরিচালনা কমিটি। কমিটির প্রধানকে 'কিয়ং-থাগা' বলে থাকেন। গ্রামের লোকেরা প্রত্যহ লুরিদের আহারের জন্য পালাক্রমে 'সোয়েং' (আহার) দিয়ে থাকেন। এলাকার লোকদের সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে যে, তাদের নিকট মহাযানী লুরিদের প্রয়োজনীয়তার কথা। বিশেষ করে জন্ম-মৃত্যু বিবাহের কার্য সম্পাদনের জন্য তাদের ভূমিকা অপরিসীম। সে কারণে গ্রামবাসীরাও নিজেদেরকে মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করে থাকে।

সংসার ত্যাগী সাধু ও মন্ত্র সিদ্ধ পুরুষ এ' লুরিরা এক সময় ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। একজন সত্যিকার লুরিকে ৫টি নিয়ম নীতির অধিকারী হতে হয়।

যেমন- ১, ওয়াড দেখাং অর্থাৎ- এ পৃথিবী যে ভাবে আছে এবং থাকবে ঠিক সেভাবে সমগুণের অধিকারী হতে হবে।

২. সেন্নাং শীলাং-পানি যে ভাবে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয় ঠিক সে ভাবে মধ্য পন্থা অনুসরণ করে চলতে হবে।

৩. এঃা সে- বাতাস যে দিকে বাহির হয় সেদিকে যে কোন গন্ধ যেমন ছড়ায় অর্থাৎ সদায় সত্যবাদী থাকতে হবে।

৪. এঙংখাং শীলাং-সকলের হিতার্থে অকুশলাদি বিনাশ করতে হবে।
৫. পাত্তাং শীলাং-আকাশ সমান গুণের অধিকারী হতে হবে অর্থাৎ সব সময় উদার হতে হবে।

এ পাঁচটি গুণের অধিকারী লুরিদের সব সময় যে কোন সাধারণ গৃহী লোকের সাথে চলাফেরা করতে নির্দিষ্ট কোন বাঁধা নেই। পরিপূর্ণ লুরি হওয়ার জন্য কমপক্ষে ৭ বৎসর বয়সে যে কোন ব্যক্তিকে পিতা মাতার সম্মতি নিয়ে প্রথমে 'চামানী' হয়ে কমপক্ষে ৩ দিন থেকে ৭ দিন বা পনের দিন থাকতে হয়। এ সময় চামানীরা আরও অতিরিক্ত ৫টি নিয়মসহ-সর্বমোট ১০টি নিয়ম অনুসরণ করে উত্তীর্ণ হতে পারলে লুরি হতে পারে। চামানী'রা এ সময় 'কিয়ং' বৌদ্ধ বিহার থেকে কোথাও যেতে পারেনা বিশেষ করে কোন গৃহীর ঘরে। প্রত্যেক লুরি বা চামানী'র পরিধেয় গেরুয়া রঙের বস্ত্রকে ত্রি-চীবর বলা হয়। ত্রি-চীবরের মধ্যে 'পালেত' নামক বস্ত্রটি প্রধান। অপর দুটির মধ্যে জামা এবং ধুতি। তাদের মাথা ন্যাড়া করার বিধান নেই। চুল লম্বা করে রাখলেও চুলগুলো উপরে খোপা বা ঝুটি বেঁধে রাখতে হয়। লুরিরা সাধারণতঃ গৃহীদের মতো দু'বেলা আহার করে থাকে। আহারের জন্য কোন নিদিষ্ট সময় সীমা নেই তবে প্রতি আহারের পূর্বে তারা আলাদা করে গোঁয়াইকে 'সোয়েং' দান করার পর তারা তাদের ভোজনাদি সেরে ফেলে। গৃহীর যে কোন মঙ্গল কাজের জন্য বিশেষ করে 'ফারেক' (ধর্মীয় পরিত্রাণ সূত্রাদির পাঠ) শুনানোর জন্য গৃহীর আমন্ত্রণে একটি নির্দিষ্ট শুভক্ষণে (সন্ধ্যার পর) ফারেক পড়িয়ে দিয়ে আসেন। 'ফারেক' মানেই মঙ্গল বিষয়ক ধর্মীয় সূত্রাদির শ্রবণ। এই 'ফারেক' শুনানোর সাথে সাথে গৃহীরা সুফল ভোগ করেন। 'আঘরতারা'র প্রতিটি গাথা বা সূত্র পাঠের পর যদি কোন মঙ্গল সাধিত না হয় তা' হলে লুরিরা মনে করে থাকেন যে, আঘরতারা পাঠের সময় যে কোন সূত্রের বা গাথার শব্দের উচ্চারণে ঠিকভাবে পঠিত হয়নি। এ জন্য একজন প্রকৃত লুরিকে তাঁর গুরু থেকে যথাযথভাবে দীক্ষা নিয়ে 'আঘরতারা'র প্রতিটি গাথা বা সূত্রগুলো সঠিকভাবে পাঠ করে মনে রাখতে হয়। একজন 'লুরি' সাধারণ গৃহী জীবনে

ফিরে যেতে চাইলে গুরুর অনুমতি নিয়ে ফিরে যেতে পারে। তখন সেই লুরি গৃহীদের নিকট 'লুখাক' বলে পরিচিতি লাভ করে থাকে এবং 'লুরি'র অনুপস্থিতিতে তারা ধর্মীয় রীতি-নীতিগুলো সমাধা করে দিতে পারে। যেমন- কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার যদি কোন জ্ঞাতি বা গোষ্ঠীর লোক না থাকে সে ক্ষেত্রে 'লুরি' বা লুখাক'রা ঐ মৃত ব্যক্তিকে দাহ করার জন্য শ্মশানের খুঁটিগুলো বসাতে পারে।

চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর জনজীবনের সৃষ্ট এই প্রাচীন ধর্ম (আঘরতারা) বস্তুগত উপাদানের সংগে সংমিশ্রণের ফলে তাদের মাতৃভাষা চর্চার যে স্বতস্ফুর্ত প্রয়াস ঘটেছিল তা জুম নির্ভর সমাজ জীবনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। ফলে চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর জনজীবন ও মানসভাবনার বহুবিধ প্রতিফলনের সুফল সংস্কৃতির অনবরত স্থানান্তর ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ হাজার বছরের লালিত এই ধর্মকে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল ভূ-খন্ডে হাজার বছর ধরে অবস্থানের পরও জীবনের প্রয়োজনে চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির বিবর্তন এই প্রাচীন ধর্ম বা 'আঘরতারা'র উপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি, তার প্রমাণ খাগড়াছড়ি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 'মহাযান রাউলি চাংগা বৌদ্ধ বিহার' গুলো। তবুও বলতে হয় স্মরণাতীতকাল থেকে 'আঘরতারা' চাকমাদেরকে সুষ্ঠুভাবে দিক নির্দেশনা যেমন দিতে পারেনি তেমনি লুরিরা সত্যিকার শিক্ষার অভাবে আঘরতারার নির্দেশিত মুক্তির পথকেও সুগম করতে পারেনি। এ দৈন্যতার দায়ভার আমরা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবেশের পাশাপাশি তৎকালীন চাকমা শাসকদের ছাড়া আর কাউকে দিতে পারি না। বর্তমানে আঘরতারা ধর্মীয়ভাবে কাজে না লাগলেও এখনও কিন্তু সামাজিকভাবে সে সব রীতি-নীতিগুলো গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাই আমাদের সময় এসেছে নুতন করে ভেবে দেখার।

তথ্য সূত্র ঃ

১. চাকমা, সুগত ঃ চাকমা পরিচিতি, বরগাঙ পাবলিকেশন্স, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৩।

২. সেন্দেল, ভেলাম ভান ঃ দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ১৯৯৪

৩. চাকমা, বৃষকেতু : চাকমা জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস, খাগড়াছড়ি, ২০০২
৪. আহমদ, ডঃ আফসার : চাকমা বারমাসী আখ্যানে সমাজ ও মানসভাবনা, নিদাসকালোস, সংখ্যা-১ আষাঢ় ১৪০৮, কলা ও মানবিকী অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১
৫. চাকমা, ইন্দ্রলাল সম্পাদিত : মালেনত্রা অর্থসার, রাঙ্গামাটি, ২০০৪
৬. কার্বারী, শ্রী আড়ু কুলচান : স্বধর্মের পথে, দিঘীনালা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৮০
৬. ঘোষ, সতীশ চন্দ্র : চাকমা জাতি, ১৯০৯

* সুসময় চাকমা, উপ-পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

চাকমাদের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পূজানুষ্ঠানের ব্যাপারে কয়েকজন লেখকের তালিকাভুক্ত তারাগুলির মধ্যেকার নাম ও ব্যবহার সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা।

সুগত চাকমা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের লেখক হলেন সতীশ চন্দ্র ঘোষ। তাঁর লিখিত গ্রন্থের নাম 'চাকমা জাতি'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক ১৯০৯ সালে ঐ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রী ঘোষ ঐ সময় রাঙ্গামাটি গভঃ হাই ইংলিশ স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। তিনি সে সময় চাকমাদের পূজা অনুষ্ঠানাদি যেভাবে দেখেছেন বা সে সম্পর্কে যা শুনেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। বিগত শতাব্দীতে বিরাজ মোহন দেওয়ান ১৯৬৯ সালে 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। তিনি ছিলেন চাকমা সমাজের একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারেরই লোক। তাঁর লেখাতেও তিনি চাকমাদের বেশ কিছু পূজা পার্বণের বর্ণনা দিয়েছেন। এখন নিম্নে এই দুজন লেখকের লেখা থেকে চাকমাদের কয়েকটি পূজানুষ্ঠানের তুলনা করার জন্য কিছু বর্ণনা দেওয়া গেল। তবে প্রথমেই উল্লেখ্য যে, ইদানীং কোথাও আর চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী 'ভাতদ্যা' পূজানুষ্ঠান হয় না এবং এ কথাটি সম্ভবত শিবপূজানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এবার নিম্নে কয়েকটি পূজানুষ্ঠানের ব্যাপারে ঐ দুজন লেখকের গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যাক।

ক। ভাতদ্যা পূজা ঃ

সতীশ চন্দ্র ঘোষ লিখেছেন- "পিণ্ডদান ----- ইহাকে সাধারণ কথায় ভাত দেওয়া বলা হয়। (১৯০৯:২৩৪)। ... ঠাকুর (বৌদ্ধ ভিক্ষু) তদভাবে রড়িগণ (লুরি) মালেম, ত্রীপুদুরা, সুবা দিজা, পুদুম ফুল, ফুদুম পুলু, সাহস ফুলু, দাসা পারামি তারা পাঠ করে (১৯০৯:২৩৫)। ------- ১৩১৫ সালে ২রা ফাল্গুন, ফেমাছড়াবাসী জয় চরণ খিসা নামক কুরাকুট্যা গোছার সুরেশ্বরী গোষ্ঠিজ ব্যক্তির নেতৃত্বে এক ভাতদ্যা পূজার আয়োজন করা হয় (১৯০৯:২৩৬)। ----- তাদের গোষ্ঠিতে পরিবার ছিল ৮০।"

এ বিষয়ে বিরাজ মোহন দেওয়ান ১৯৬৯ সালে চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লিখেছেন- "ভাতদ্যা অনুষ্ঠানে ও পিণ্ডদান উৎসর্গ কার্য্যে জিয়ন ধারণ তারা

ব্যবহৃত হয়। পিণ্ডদানে পুদুমফুলু তারা, ফুদুম ফুলু তারা ব্যবহৃত হয়। সবাদিজা তারা, চেরাক ফুলু তারা, ভাদ্যা ধর্মানুষ্ঠানে পাঠ করা হয়। রাজা, সম্মানিত ব্যক্তির পিণ্ড উৎসর্গ কালে আরিত্তামা তারা ব্যবহৃত হয়।

আমরা উপরোক্ত দুজন লেখকের লেখার "ভাতদ্যা" ধর্মানুষ্ঠানে পঠিত তারাগুলির যে নাম পাই তাতে পুদুম ফুলু তারা, ফুদুম ফুলু তারা ও সবাদিজা বা সবাদিজা তারা- এই তিনটি তারার নামের কেবল মিল পেয়েছি।

খ। শিবপূজা ঃ

সতীশ চন্দ্র ঘোষ চাকমাদের ঐ সময়কার শিবপূজা সম্পর্কে লিখেছেন- "বাসগৃহের নিকটে ছোট একখানি দানঘর" উঠাইয়া তম্মধ্যে আবার ক্ষুদ্রতম একখানি গৃহ রচনা করে। ইহার নাম 'গোঁয়াই (গোঁসাই) ঘর। তাহাতে একটি জলাধার অর্থাৎ ঘট স্থাপন করা হয়। রড়ী (লুরি) বৃহত্তম গৃহে বসিয়া পূজা সম্পাদন এক পিস্টক আহার করেন। পরদিন প্রাতে ------ 'আগরতারা' পাঠ হয়।' (১৯০৯-১৯৮)।

গ। জাদি পূজা (ধর্ম্মকাম) ঃ

সতীশ চন্দ্র ঘোষ চাকমাদের জাদিপূজা (বা ধর্ম্মকাম) সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। নিম্নে তাঁর লিখিত চাকমা জাতি গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন লিপিবদ্ধ করা হলো-"বিজন অরণ্যের মধ্যে পূজাস্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে ভিন্ন ঘরে মুখবদ্ধ পূর্বক ভাত পাক করিয়া তথায় লইয়া যায়। বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বে 'ঠাকুর' (বৌদ্ধভিক্ষু) তদভাবে 'রড়ী' বা 'লোথক' (গৃহস্থলী জীবনে পুনঃ রড়ি ব্যক্তি) আঘরতারা পাঠ করেন।------ পুরোহিত (ভিক্ষু, রড়ী বা লোথক) 'দাসা পারামি তারা' পাঠ আরম্ভ করেন এবং ক্রিয়াকর্ত্তা ও তৎ পরিবারস্থ সকলে চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই শাস্ত্র পাঠ প্রভাবে নাকি সেই অন্নপিণ্ড হইতে বাষ্প নির্গমন আরম্ভ হয়। -------- কিয়ৎ পরে দৈব প্রেরিত একটি উর্ণনাভ আসিয়া অন্নপিণ্ডের চতুপার্শ্বে জাল বিস্তার করিয়া থাকে। --- পরে বাড়িতে প্রত্যাগমণ করিয়া ঠাকুর, রড়ী ও লোথকদিগের ভোজন হইয়া গেলে, প্রধান পুরোহিত 'সাহস ফুলু তারা' পাঠ করত: ক্রিয়া সাঙ্গ করেন।'

ঘ। হাজার বাত্তি দান ঃ

সতীশ চন্দ্র ঘোষ এর অর্থ করেছেন, 'ভাল কথায় সহস্র প্রদীপ দান'। তিনি এ বিষয়ে নিম্নভাবে বর্ণনা করেছেন, "----- (ক্রিয়াস্থলে) চারিদিকে চারখানি সুগঠিত দ্বার, ভিতরে চারি কোণায় এবং মধ্যস্থলে মঞ্চ সংবলিত পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজ, তথায়ও প্রদীপ স্থাপনের বিমোহী বন্দোবস্ত থাকে। ----- সর্ব্ব প্রথমে একখানি টাংগোন উৎসর্গ হয়। ----- পশ্চিম দ্বারের পার্শ্বে একটি গর্ত্ত করিয়া জলপূর্ণ করতঃ ক্ষুদ্রতম সরোবর গঠিত করে। ঠাকুর বা (বৌদ্ধভিক্ষু) বা রড়ী তত্তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখে তালবৃন্ত ধারণ পূর্বক মন্ত্র ও 'তারা' পাঠ আরম্ভ করেন।

উল্লেখ্য যে, এখনও অনেকে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে হাজার বাত্তি দান করেন এবং প্রার্থনা সমাপন পূর্বক সেগুলি জ্বালিয়ে থাকেন। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানে পূর্বের মত এত সকল কার্য টাঙ্গোন উড়ান, গর্ত খুঁড়র্তে দেখা যায় না।

ঙ। থামিংটং

এ বিষয়ে সতীশ চন্দ্র ঘোষ লিখেছেন-"বার্মিজ ভাষায় থামিং অর্থ অন্ন, টং অর্থ পব্বত। অর্থাৎ অন্নপর্ব্বত---- ইহা ব্রহ্মবাসীদের হইতে অনুকৃত। হরিদ্রামিশ্রিত অন্ন দ্বারা চতুস্কোনাকারে কেহ সপ্ত স্তরে কেহ বা পঞ্চম স্তরে পব্বত সাজাইয়া সর্ব্বোপরি একটি অন্ন শৃঙ্গে স্থাপন করে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক কোণায়ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্নশৈল স্থাপিত হয়। ------ এই অন্ন মেরু ঠাকুর (বৌদ্ধ ভিক্ষু) এবং রড়ীদিগকে উৎসর্গ করা হয় এবং সঙ্গে বিশিষ্ট ভোজও চলিয়া থাকে" (১৯০৯:২০১-২০২)। চাকমা সমাজে বর্তমানে 'থামিং টং' পূজাটিও কাউকে করতে দেখা যায় না। এটি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে বলে মনে হয়।

চ। চক্রব্যূহ ঃ

সতীশ চন্দ্র ঘোষ চক্রব্যূহ সম্পর্কে লিখেছেন,- "ইহাও বৌদ্ধব্রত। বেড়া দ্বারা বিরাট ব্যূহ গঠিত হয়, তাহাতে দুইটি মাত্র দ্বার রাখা হয় ----- শুভ দিনে বিশেষত ঃ বৈশাখ, আষাঢ় বা আশ্বিনের পূর্ণিমায় রড়ী, ঠাকুর প্রভৃতিকে দান দক্ষিণাদি দিয়া এই ব্যূহ উৎসর্গ হয়। এই সঙ্গে ছাদং ফারেক শ্রবণ এবং ভোজাদিও চলিয়া থাকে। মধ্যস্থলে এখানি মঞ্চ করে, তাহাতে রড়ী উপবেশন করেন, আর সকলে ব্যূহ ভ্রমণ ছলে তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুণ্য অর্জন করে,------- অপূর্ব্ব 'কুই' ধ্বনি সহকারে বিভ্রমবিহ্বল নৃত্য আগন্তুকের পক্ষে

অতিশয় আমোদপ্রদ"। বর্তমানেও মাঘী পূর্ণিমার সময় কোন কোন বৌদ্ধ মন্দিরে বাঁশের ফালি দিয়ে ব্যূহ চক্র প্রস্তুত করা হয়। এই ব্যূহচক্রের কেন্দ্রস্থলে মঞ্চ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র গৃহে বুদ্ধমূর্তি রক্ষিত করা হয়। ব্যূহ চক্রে প্রবেশকারী ব্যক্তিরা বুদ্ধমূর্তি রক্ষিত ঐ স্থান চারিপাশে ভ্রমণ করে শেষে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে। এ সময় কোন প্রকার কুই ধ্বনি কিংবা নৃত্য প্রদর্শন করা হয়না। এই ব্যূহ চক্রকে জীবের তৃষ্ণার কারণে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণের প্রতীক মনে করা হয়।

ছ। টাংগোনাৎসর্গ ঃ

সতীশ চন্দ্র ঘোষ 'টাংগোন' শব্দের অর্থ করেছেন ধ্বজা। টাংগোন শব্দটি তিব্বতী ভাষায়ও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মিঃ ঘোষ লিখেছেন, "পূজ্যাস্পদগণের সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধে, বিষু, ওয়াছু প্রভৃতি পর্বে এবং পিণ্ডোৎসর্গ, হাজার বাতি, থামিংটং, চক্রব্যূহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত টাংগোন উৎসর্গীকৃত হয়। উৎসর্গ কালে রড়ী, ঠাকুর (বৌদ্ধ ভিক্ষু) প্রভৃতিকে পরিপাটি ভোজন এবং দক্ষিণা দান আবশ্যক।" (১৯০৯)।

বিরাজ মোহন দেওয়ান টাংগোনোৎসর্গের সময় যে 'তারা'টি পাঠ করা হয় তার নাম উল্লেখ করেছেন 'সানেং ফুলু তারা'। তিনি লিখেছেন,- "পিণ্ডদান কালে, চান্নুয়া উৎসর্গে সানেংফুলু তারা ব্যবহৃত হয়। " (১০৬৯:৩০০)।

অতঃপর নিম্নে বিরাজ মোহন দেওয়ান ও ফুলচান কার্বারী কর্তৃক চাকমাদের আঘরতারার ব্যবহার সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণাদিতে তুলনামুলক বর্ণনা দেওয়া গেল।

বিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক চাকমাদের আঘরতারা সম্পর্কিত বিবরণ চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (১৯৬৯ইং) গ্রন্থ থেকে নিম্নে প্রদত্ত ঃ

ফুলচান কার্বারী কর্তৃক চাকমাদের আঘরতারার বিবরণ

১। আগরতারা	ধর্মীয় সূত্র	
২। মালেনতারা	ইহা মালেম নামীয় স্থবিরের বিষয়। ইহা	

	ধর্ম কার্য্যে ও জাতি পূজার ব্যবহার ছিল ইহা মঙ্গল সূত্রের অনুরূপ।	
৩। সাধেংগিরি তারা	ইহাতে প্রাচীন চাকমা রাজা সাধেংগিরির বিবরণ আছে। ইহার শবদাহে ব্যবহার ছিল।	
৪। অনিজা (অনিচ্চা) তারা	অনিত্য সংসারের কর্ম কথা। মৃত ব্যক্তির পিণ্ড দিবার সময় ব্যবহার ছিল।	
৫। শীল মোগলতারা	ইহা "জয় মঙ্গল" সূত্রের অনুরূপ। রাজা বা সম্মানিত ব্যক্তিদের বিবাহের সময় পাঠ করা হয়।	**সিগল মংগল তারা-** ইহা গৃহীগণে শুনিলে আপদ বিপদ কেটে যায়। সর্বত্র জয় হয়।
৬। দশো পারামীতারা	"দশ পারামিতা" নামে পালি ভাষায় যে ধর্মীয় শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ইহা তাহারই নিদর্শন। ইহা পিণ্ডদানে ব্যবহার্য্য।	**দাসা প্রামি তারা-** (দক্ষিণ ভাগের) ভাতদ্যা পূজানুষ্ঠানে পাঠ করা হয়।
৭। ত্রিকুদ্দতারা	ইহা পালি ভাষায় "ত্রিকুড্ড সূত্রের" অনুরূপ।	
৮। বড় কুরুক ও ছোট কুরুক	ইহামাথা ধোওয়া বা শুচিত্ব গ্রহণ কার্য্যে বা মহামারী ও বাঘের ভয়ে ব্যবহার হয়।	**বর কুরুক তারা-** নদীতে গিয়ে মাথা ধুয়ে পবিত্র হওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

		(দশ বুদ্ধের নামের উল্লেখ আছে) **হু-ত কুরুক তারা-** এটি আপদবালাই দূর করার মন্ত্র। এটি পড়ে বাঘ-ভালুকের মুখের হা পর্যন্ত বন্ধ করা যায়।
৯। তান্ত্রিক শাস্ত্র তারা *	ইহা চিকিৎসাশাস্ত্র।	
১০। আরিন্তামা তারা	রাজ সম্মানিত ব্যক্তির পিণ্ড উৎসর্গ কালে ব্যবহার হয়। অরিন্দম রাজার উপাখ্যান সূত্ররূপে ব্যাখ্যাত।	
১১। রাকেন ফুলুতারা	মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কার্য্যে, বার্ষিক শ্রাদ্ধে ইহার ব্যবহার হয়।	
১২। সাহস ফুলু তারা	শবদাহ, প্রেতাত্মা হইতে মুক্ত করার কার্যে ব্যবহার্য।	
১৩। আরিন্নামা তারা	বিবাহ কার্য্যে পাঠ করা হয়।	
১৪। জিয়ন ধারণ তারা	মৃত ব্যক্তির মুখে পিণ্ড দিতে ব্যবহৃত হয়।	**জিয়ন ধারণ তারা-**
১৫। আজিনা তারা	মৃত ব্যক্তির মুখে পিণ্ড দিতে ব্যবহৃত হয়।	
১৬। পুদুম ফুলু তারা	পিণ্ড দানে।	

** প্রকৃত পক্ষে এটি আঘরতারার অংশ নয়। প্রকৃতপক্ষে আঘরতারাতে তান্ত্রিক শাস্ত্রটি অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি ভিন্ন বিষয়। চাকমাদের ওঝা-বৈদ্যরা যে ঔষধ ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ লিখে থাকেন তার নামই তান্ত্রিক শাস্ত্র-সম্পাদক।*

১৭। ফুদুম ফুলু তারা	ঐ।	
১৮। সবাদিবা তারা	ভাদ্যা ধর্মানুষ্ঠানে পাঠ করা হয়।	
১৯। চেরাক ফুলু তারা	ঐ।	
২০। সানেং ফুলু তারা	পিণ্ডদান কালে চান্নুয়া উৎসর্গে ব্যবহৃত হয়।	সানেকফুলু তারা- এটি ভাতদ্যা পূজার সময় পাঠ করলে জাতিগত পাপ থেকে উদ্ধার লাভ করে। ইহা কালে (পাপের তলে) পশুকূলে জন্মিলেও মুক্ত হয়।
২১। বুদ্ধ ফুলু তারা	ঐ।	
২২। সাক সুত্তন তারা	গ্রহদাহ বা আগুনের ভয়ে।	
২৩। রাজা হোড়া তারা	(লুপ্ত) ঐ	
২৪। সরক দান তারা	ধর্ম কার্য্যে ব্যবহার্য্য।	
২৫। সুবাদিজ্জা তারা	জানা নাই।	
২৬। শাক্য তারা	ধর্ম কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।	
২৭। ফকিরি তারা*	নীতি জ্ঞান সম্পর্কে।	
২৮। আন্ডারা সূত্র তারা		আংগ্রা তারা- ইহা শুনিলে বিপদ আপদ ফাঁড়া কাটা যায়, দেও দেবতার উৎপাত বন্ধ হয়। জুমে অমঙ্গল বিতারণ করতে, ভুঁই, বন্যা ও গ্রামে

* প্রকৃত আঘরতারায় 'ফকিরি তারা' নামে কোন তারা নেই-সম্পাদক

(চারিদিকে মন্ত্রপূত) সূতার বেষ্টনী দিয়ে গ্রামবন্ধ করে) (মন্ত্রপূত) সরিষা বীচি আর মন্ত্রপুত হলুদপড়া সহ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। (বাঁধা হয়)।

উদাং গ্রামিতারা-

ওলাওঠা, দেও দেবতার উপদ্রব হলে ঔষধ দিয়ে গ্রাম (মন্ত্রপুত সূতা দিয়ে ঘিরে অর্থাৎ বন্ধ করে), লাল, কাল সূতা দিয়ে ঘিরে ঔষধ (রোগীকে?) ছুঁইয়ে দিতে হয়।

আরেচ্নামা তারা-

লক্ষী মাতাকে আহবানের মন্ত্র। লক্ষী পূজার সময় ফুল দিয়ে পূজা সাজিয়ে এই মন্ত্র জব করে লক্ষীর উদ্দেশ্যে শূকর বলি দিয়ে চুমুলাং পূজা করলে। আয় বৃদ্ধি পায়। ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়।

** সুগত চাকমা, পরিচালক (ভাঃ) উ.সা.ই, রাঙ্গামাটি।*

কাঁটাছড়ি, রাঙ্গামাটি নিবাসী ভাগ্যমনি কাবারী, কর্তৃক ১৯৬৬-৬৭ সালে অনুলিপিকৃত 'পরাংফুলুতারা'।

ফুলচান কার্বারী, চঙরাছড়ি, ছোটমেরুং, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি কর্তৃক

১৯৬৪ সালে অনুলিপিকৃত 'জয়মঙ্গল তারা'

ফুলচান কার্বারী, চঙরাছড়ি, ছোটমেরুং, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি কর্তৃক
১৯৬৪ সালে অনুলিপিকৃত 'দাসা পারামি তারা'

ফুলচান কার্বারী, চঙরাছড়ি, ছোটমেরুং, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি কর্তৃক
১৯৬৪ সালে অনুলিপিকৃত 'সিগলমগল তারা'

জনৈক লক্‌খি ধনের পুত্র শিয়াল্যা চাকমা কর্তৃক স্বহস্তে তালপাতার উপরে ১২৩০ মঘী'তে (১৮৬৮ খ্রিঃ) অনুলিপিকৃত সাঙেচ ফুলু তারার কিছু অংশ

রাঙ্গামাটি জেলার সাপছড়ি গ্রামের নিবাসী চির দিন চাকমা কর্তৃক গত শতাব্দীর ৫০ -এর দশকে অনুলিপিকৃত "সাদেংগিরি তারা"।

[illegible]

(চির দিন চাকমা, বাল্যকালে লুরির শিষ্য ছিলেন। এ "সাদেংগিরি" তারাটি তাঁর নিকট থেকে সংগৃহীত- সম্পাদক)

পরিশিষ্ট-১

বইয়ের নাম ঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (১৯৬৯ইং)
লেখকের নাম ঃ মিঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান

আগরতারা (প্রাচীন ধর্ম্মীয় শাস্ত্র)

এই সব ধর্ম্মীয় শাস্ত্র 'তারা'র আদি উৎস বা তার শিকড় কোথা হইতে গড়িয়া উঠে জানা নাই। তখন দুনিয়ার সমস্ত দেশেই হস্ত লিখিত পুঁথিই ছিল সম্বল। প্রায় ২৮টা অংশে ইহা বিভক্ত। ইহার অনেক গুলি তারা অপভ্রংশ "পালি সূত্র" ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক সময়ে স্বর্গীয় বিমলান্দ ভিক্ষু ইহার বিশুদ্ধ পালি ও বাংগালায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেন। এবং ঐ বিষয়ে তিনি কিছু অগ্রসরও হন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যু হওয়ায় ঐ অসম্পূর্ণ কাজ আর অগ্রসর হয় নাই। বর্তমান রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির বাংগালা, পালি, ইংরাজী ও ভাষায় অভিজ্ঞ। তিনি পার্বত্য বাণীর ১৯৬৭ইং ডিসেম্বর সংখ্যায় ইহার কিছু বংগানুবাদ প্রকাশ করিয়া, ঐ আগর তারাগুলী যে প্রাচীন মূল ত্রিপিটক শাস্ত্রেরই বিকৃত সংস্করণ, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে পার্বত্যবাণী হইতে সামান্য অংশ উদ্দৃত করিয়া প্রাচীন ও বর্তমান বিশুদ্ধ পালির সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইল।

রাখেম ফুলু তারা	-(আগর তারা)
অরহত্ত ফল বন্ননা	-পালি
অরহত ফল বর্ণনা	-বাংগালা

বিশুদ্ধ পালি

১। এবম্মে সুতং একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথ পিন্ডিকস্‌স আরামে। আগা পামতাতে ফরা সেংথা আসিংগ।।

আগরতারা

সাবথিয়ং পেঞতেঞতেকা।। আনাপিন্‌তে সোতিমা
তাকতেকা।। জেতাওয়ান ক্যংতে।। ভুঙাস্পন্তাইসে
ঙ আনাদাতেরে, ইসং ই বেকবুম্মু।।

বাংগালা

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে এক সময় ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ অনাথ পিন্ডক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত শ্রাবস্তী নগরে জেতবন নামক বিহারে অবস্থান করিতে ছিলেন।

বিশুদ্ধ পালি

২। তত্র খো ভগবা ভিকখু আমন্তেসি।

আগরতারা

ইব ইমাংসে আকাতো করা সেথাং আসিং কেন।।
অক অলংত্রা।। প্রুম্মা তাক্তাংওয়াসে প্লেতমা।।

বাংগালা

তখন ভগবান বুদ্ধ তথায় ভিক্ষুদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন।
বিশুদ্ধ পালির সংগে যাহা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ
পতুম ফুলু তারা -আগর তারা
অন্নদান বন্ননা -বিশুদ্ধ পালি
অন্নদানের বর্ণনা -বাংগালা

বিশুদ্ধ পালি

তস্মপন্নীদীপে সদ্ধাতিস্‌স মহারাজ কালে একো রাজ পরিমো
রাজ কম্মেন কোট্‌ঠফলং নাম গামে আগমসি।

আগর তারা

তস্‌স পন্নীয় দীপেসু সদ্ধতিস্‌স মহারাজ কালে এক্যে রাজ
পরিমো রাজ কম্মেন কোট্‌ঠ নাম গামে আগমসি।

তাম্রপনী দ্বীপে বা সিংহলে শ্রদ্ধাতিষ্য মহারাজ কর্তৃক অনুশাসন কালে একটি রাজ পুরুষ রাজকার্য্য উপলক্ষে কোষ্ঠফল নামক গ্রামে আগমন করিলেন।
অনুরূপভাবে ডষ্টর বেচার্ট প্রাচীন ধর্ম্মীয় আগর তারাগুলির অপভ্রংশ ও বিশুদ্ধ পালির তুলনা করিয়াছেন।

So we read, "Si nama tesa bhagavata are cemmakhacemmate ca gama teca thi ti" instead of well known formula "Namo tass bhagavato arahato sammasamhuddhass namo tass atthu ti" in one of the paki Ieaf manuscripts.

প্রাচীন চাকমা সমাজে বহু শতাব্দী পর্যন্ত ঐ তারাগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাগ্রন্থ ত্রিপিটক শাস্ত্রেরই বিকৃত সংস্কাররূপে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব হইতে এইগুলি বার বার রচনা করায়, তার বিকৃত অবস্থা ঘটিয়াছে।

আগরতারা

(সংক্ষেপে "তারা" গুলির ব্যবহার নির্দ্দেশ)

১। আগর তারা-ধম্মীয় সূত্র

২। মালেন তারা-ইহা মালেম নামীয় স্থবিরের বিষয়। ইহা ধর্ম কার্য্যে ও জাতি পূজায় ব্যবহার ছিল। ইহা মংগল সুত্রের অনুরূপ।

৩। সাধেংগিরি তারা-ইহাতে প্রাচীন চাকমা রাজা সাধেংগিরির বিবরণ আছে। ইহা শবদাহে ব্যবহার ছিল।

৪। অনিজা (অনিচ্চা) তারা-অনিত্য সংসারের কর্মকথা। মৃত ব্যক্তির পিন্ড দিবার সময় ব্যবহার ছিল।

৫। শীল মোগল তারা-ইহা "জয় মংগল" সূত্রের অনুরূপ। রাজা বা সম্মানিত ব্যক্তিদের বিবাহে পাঠ করা হয়।

৬। দশো পারামী তারা-"দশ পারামিতা" নামে পালি ভাষায় যে ধর্মীয় শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ইহা তাহারই নিদর্শন। ইহা পিন্ড দানে ব্যবহার্য্য।

৭। ত্রিকুদ্দ তারা-ইহা পালি ভাষায় "ত্রিকুড্ড সূত্রের" অনুরূপ এক বাণী।

৮। বড় কুরুক ও ছোট কুরুক-ইহা মাথা ধোওয়া বা শুচিত্ব গ্রহণ কার্য্যে বা মহামারী ও বাঘের ভয়ে ব্যবহার হয়।

৯। তাল্লিক শাস্ত্র তারা-ইহা চিকিৎসা শাস্ত্র।

১০। আরিস্তামা তারা-রাজ সম্মানিত ব্যক্তির পিন্ড উৎসর্গ কালে ব্যবহার হয়। অরিন্দম রাজার উপাখ্যান সূত্ররূপে ব্যাখ্যা।

১১। রাকেন ফুলু তারা-মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কার্য্যে, বার্ষিক শ্রাদ্ধে ইহার ব্যবহার হয়।

১২। সাহস ফুলু তারা-শবদাহ, প্রেতাত্মা হইতে মুক্ত করার কাজে ব্যবহার্য।

১৩। আরিন্নামা তারা-বিবাহ কার্য্যে পাঠ করা হয়।

১৪। জিয়ন ধারণ তারা-ভাদ্যা অনুষ্ঠানে ও পিন্ড দান উৎসর্গ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

১৫। আজিনা তারা-মৃত ব্যক্তির মুখে পিন্ড দিতে ব্যবহৃত হয়।

১৬। পুদুম ফুলু তারা-পিন্ড দানে

১৭। ফুদুম ফুলু তারা-ঐ

১৮। সবা দিবা তারা-ভাদ্যা ধর্মানুষ্ঠানে পাঠ করা হয়।

১৯। চেরাক ফুলু তারা-ঐ

২০। সানেং ফুলু তারা-পিন্ড দান কালে, চাননুয়া উৎসর্গ ব্যবহৃত হয়।

২১। বুদ্ধ ফুলু তারা-ঐ

২২। সাক সুত্তন তারা-গৃহদাহ বা আগুনের ভয়ে।

২৩। রাজা হোড়া তারা- (লুপ্ত) ঐ

২৪। সরক দান তারা-ধর্ম কার্যে ব্যবহার্য্য।

২৫। সুবা দিজা তারা-জানা নাই।

২৬। শাক্য তারা-ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

২৭। ফকিরি তারা-নীতি জ্ঞান সম্পর্কে।

২৮। আঙারা সূত্র তারা।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

অশোক কুমার দেওয়ান ১৯৯৩ ঃ চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার, ২য় খন্ড। ঢাকা; সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস।

নাজিমুদ্দীন আহমেদ ঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত।

বিরাজ মোহন দেওয়ান ১৯৬৯ রাঙ্গামাটি ঃ সরোজ আর্ট প্রেস।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার ১৩৫২ বাংলা ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)। পরিবর্ধিত ও মার্জিত ৭ম সা। কলিকাতা : বাণী মুদ্রণ।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ ১৯০৯ ঃ চাকমা জাতি, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

সুগত চাকমা ১৯৮৩ ঃ চাকমা পরিচিতি, রাঙ্গামাটি : সরোজ আর্ট প্রেস।

ভিক্ষু সুনীতানন্দ ১৯৯ ঃ বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভাস্কর্য (খ্রিস্টীয় ৪র্থ হতে ১২শ শতক)। ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

বর্মী গ্রন্থ

চান্দামালা লংকারা ১৯৩১ ঃ ধান্যাওয়াদী রাজাওয়াং সাইক্যম, মান্দালয়।

জনৈক রাখাইন ছেরাদ ১৮৮১-৮২ ঃ ধান্যাওয়ারী আরেদঃ পুং, রেঙ্গুন : বার্মা হেরাল্ড প্রেস।

A.P. Phayre 1883 ঃ A History of Burma, London.

D.G.E Hall 1966 ঃ A History of South-East Asia reprint, Hongkong 1955.

J.J.A Campos 1919 ঃ History of Portugese in Bangal, Calcutta: Butte word and Co.

L.S.S.O Mally ঃ Chittagong District Gazette Calcutta.

Maurice Collis 1942 ঃ The Land of Great Image New York: Alfred A. kroft.

S.N.H. Rizvi 1970 ঃ East Pakistan District, Gazetteer, Chittagong : Dacca.

San The Aung 1979 ঃ The Buddhist Art of Ancient Arakan, Rangoon : Ministry of Education Burma,

Willem van schendal (ed) ঃ Francis Buchanon in South east Bengal (1798), Dhaka : University Press Ltd.

প্রচ্ছদ ঃ জনৈক শিয়াল্যা চাকমা কৃর্তক ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাল পাতার উপরে চাকমা বর্ণে লিখিত 'সাঙেচ ফুলু তারা'র একাংশ।